সূরা ১০ ঃ ইউনুস, মাক্কী

(আয়াত ঃ ১০৯, রুকূ ঃ ১১)

١٠ – سورة يونس، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٠٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা, এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াত।	١. الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ
২। লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। কাফিরেরা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর।	٢. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ مُّبِينٌ

যে সূরাসমূহের শুরুতে حُرُوْفٌ مُّقَطَّعَاتٌ এসে থাকে সেগুলির উপর আলোচনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে এবং সূরা বাকারায় এর পুরাপুরি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ।

মানুষ ছাড়া অন্য কেহ রাসূল হয়ে দুনিয়ায় আসেননি

কাফিরদের বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا মানুষের মধ্য হতেই যদি রাসূল নির্বাচিত হয় তাতে বিস্ময়ের কি আছে? (তাবারী ১৫/১৩) যেমন মহান আল্লাহ অতীত যুগের কাফিরদের উক্তি নকল করে বলেন ঃ

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬) এখানে কাফিরেরা হুদ (আঃ) ও সালিহকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে ঐ কথা বলেছিল। হুদ (আঃ) ও সালিহ (আঃ) তাঁদের কাওমকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ

তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছ? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৩) কুরাইশ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ

সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫)

যাহহাক (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল করে পাঠালেন তখন অধিকাংশ আরাব তাঁকে অস্বীকার করল এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহ হচ্ছেন অনেক বড়, তিনি কেন মুহাম্মাদের ন্যায় (উম্মী) মানুষকে রাসূল করে পাঠাবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ এ উক্তির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জন্য রয়েছে আত্মিক আনন্দ। (তাবারী ১৫/১৫) আল আওফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নিজের আমলের উত্তম প্রতিদান লাভ করা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উত্তম আমল বুঝানো হয়েছে। যেমন সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ এবং তাসবীহ পাঠ। অতঃপর তিনি

বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাফায়াত করবেন। (তাবারী ১৫/১৪) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ঃ

قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ যদিও আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন লোককে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি তবুও ঐ কাফিরেরা বলে ঃ এই ব্যক্তি অবশ্যই একজন প্রকাশ্য যাদুকর। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী।

৩। নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রাব্ব, যিনি আসমান-সমূহকে এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেহ নেই; এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের রাব্ব। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদাত কর; তবুও কি তোমরা বুঝছনা?	٣. إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত জগতের রাব্ব। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। বলা হয়েছে যে, এই দিন আমাদের দিনের মতই ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, হাজার বছরের একটি দিন ছিল, যার বর্ণনা সামনে আসবে। ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টবস্তু। ওটা সকলের জন্য ছাদ স্বরূপ। আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন সারা মাখলূকের পরিচালনাকারী, অভিভাবক এবং যামানাতদার।

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩)

তাঁর একদিকের মনোযোগ অন্য দিকের মনোযোগ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। তাঁর কোন সিদ্ধান্ত কারও বিরামহীন অনুরোধে/দু'আয়ও বাধা হয়ে থাকতে পারেনা। পাহাড়ে, সাগরে, লোকালয়ে, জঙ্গলে এবং ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন প্রাণী নেই যার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর অর্পিত নয়।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَـٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) দারওয়ার্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, সা'দ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা'ব ইব্ন উযারাহ (রহঃ) বলেছেন যে, যখন إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ... এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন এক বিরাট যাত্রীদল মুসলিমদের দৃষ্টিগোচর হয় যাদেরকে বেদুঈন মনে করা হয়েছিল। জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'তোমরা কারা?' তারা উত্তরে বলে ঃ 'আমরা জিন জাতি, এই আয়াতের কারণে আমরা মাদীনা হতে বেরিয়ে পড়েছি।' ইব্ন আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তিগুলির মতই ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫)

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ ...

আকাশে কত মালাইকা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ২৬) এবং

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩)

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ঐ লোকগুলি ইবাদাতের জন্য আল্লাহ তা'আলাকেই বিশিষ্ট করে নিয়েছে। আর হে মুশরিকরা! তোমরা ইবাদাতে আল্লাহর সাথে তোমাদের অন্যান্য দেবতাদেরকেও শরীক করে নিচ্ছ! অথচ তোমরা ভালরূপেই জান যে, সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত/উপাসনা করা যেতে পারেনা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রাব্ব এবং কে'ইবা মহান আরশের রাব্ব? তারা বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ তবুও কি তোমরা আল্লাহভীরু হবেনা? (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮৬-৮৭) এরূপ আরও আয়াত এর পূর্বেও আছে এবং পরেও আছে।

৪। তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে,	٤. إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ

আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবার সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা অবিশ্বাসী তারা পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরীর কারণে।	ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ شَرَابٞ مِّنۡ حَمِيمٖ وَعَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ

সবকিছুই আল্লাহর কাছে প্রত্যাম্বিত হবে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীকে অবশ্য অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি যেমন তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই তিনি দ্বিতীয়বারও তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ *তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবার সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা অবিশ্বাসী তারা পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরীর কারণে।* আল্লাহ তা'আলা আদল

ও ইনসাফের সাথে আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। একটুও কম করবেননা। আর কাফিরদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কিয়ামাতের দিন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। যেমন প্রচণ্ড লু হাওয়া, গরম পানি, কালো ধুয়ার ছায়া এবং এ ধরনের আরও শাস্তি।

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ

এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫৭-৫৮)

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৩-৪৪)

৫। আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।	٥. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
৬। নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আসমান-সমূহে ও যমীনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ	٦. إِنَّ فِى ٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ

রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে।	وَٱلْأَرْضِ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহর অসীম ক্ষমতার স্বাক্ষী বহন করে

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের প্রমাণস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের কিরণ হতে বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্য দীপ্তিময় বানিয়েছেন। আর চন্দ্রের কিরণকে তোমাদের জন্য নূর বানিয়েছেন। সূর্যের কিরণ এক রকম এবং চন্দ্রের কিরণ অন্য রকম। একই আলো, অথচ দু'টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একটির কিরণ অপরটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায়না বা একটির কিরণের সাথে অপরটির কিরণ মিলিত হয়না। দিনে সূর্যের রাজত্ব, আর রাতে চন্দ্রের কর্তৃত্ব। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের মঞ্জিল নির্ধারণ করেছেন। প্রথম তারিখের চাঁদ অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়। তারপর ওর কিরণও বাড়ে এবং আয়তনও বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ওটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং গোল বৃত্তের আকার ধারণ করে। এরপর আবার কমতে শুরু করে এবং পূর্ণ একমাস পর প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ. لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুস্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এরং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৯-৪০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا

সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬) مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর চন্দ্রের আবর্তনের মাধ্যমে

পাওয়া যায় মাস ও বছরের হিসাব। مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ আল্লাহ এগুলি বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং জগত সৃষ্টি মহান আল্লাহর বিরাট নৈপুন্যের পরিচয় বহন করে এবং এটা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার যে স্পষ্ট প্রমাণ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি দলীল প্রমাণাদী বিস্তারিত বর্ণনা করছি যাতে অনুধাবনকারীরা অনুধাবন করতে পারে।

إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর ভাবার্থ এই যে, দিন গেলে রাত আসে এবং রাত গেলে দিনের আগমন ঘটে। একে অপরের উপর জয়যুক্ত হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) সকাল হয়ে যায় এবং রাত নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে করেছেন বিশ্রামকাল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬)

وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর ক্ষমতা কতই না ব্যাপক। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْأَيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَـٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَـٰبِ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯০) আর এখানে বলেন ঃ

لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা (আল্লাহর শাস্তির) ভয় করে।

৭। যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল -	٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ
৮। এইরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কার্যকলাপের কারণে।	٨. أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের স্থান জাহান্নামে

যে দুর্ভাগা কাফিরেরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, শুধু পার্থিব জগতই কামনা করে এবং এই দুনিয়া নিয়েই যারা খুশি থাকে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আলোচনা করেছেন। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এই কাফিরেরা দুনিয়াকে না শোভনীয় করেছে, না উন্নত করেছে, অথচ এই জীবনের প্রতি সন্তুষ্টও হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন রয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের উপর মোটেই চিন্তা গবেষণা করেনা। কিয়ামাতের দিন তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটা তাদের পার্থিব আমলের সঠিক প্রতিদানও বটে। কেননা তারা যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে এবং যে অবাধ্যাচরণ ও অপরাধ তারা করেছে তার জন্য তাদের উপযুক্ত শাস্তি এটাই।

৯। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রাব্ব তাদেরকে লক্ষ্য স্থলে (জান্নাতে) পৌঁছে দিবেন	٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم

তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে।	بِإِيمَٰنِهِمۡۖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمُ ٱلۡأَنۡهَٰرُ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
১০। সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে 'সালাম' (আসসালামু 'আলাইকুম), আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)	١٠. دَعۡوَىٰهُمۡ فِيهَا سُبۡحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٞۚ وَءَاخِرُ دَعۡوَىٰهُمۡ أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

উত্তম প্রতিদান উত্তম আমলকারী মু'মিনদের জন্য

এখানে ঐ ভাগ্যবানদের খবর দেয়া হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে, নাবী রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের ব্যাপারে এই ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের সৎ আমলের বিনিময়ে তাদেরকে হিদায়াত দান করা হবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের ঈমান আনা ও উত্তম আমল করার কারণে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। শেষ পর্যন্ত তারা সেই পথ অতিক্রম করে নিবে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈমান তাদের চলার পথে আলো হিসাবে কাজ করবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা **يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ** এ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান,*

পবিত্র! এবং পরস্পরের সালাম হবে - আসসালামু 'আলাইকুম, আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে - আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬)

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৮)

وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَٰمٌ عَلَيْكُم

এবং মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি! (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪)

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এগুলি এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সদা সর্বদাই প্রশংসিত এবং সর্বদাই ইবাদাতের যোগ্য। এ জন্যই সৃষ্টির শুরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেছেন এবং অবতারণের শুরুতেও। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১) অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১) তিনি প্রথমেও প্রশংসিত এবং শেষেও প্রশংসিত, তা দুনিয়াই হোক অথবা অখিরাতে হোক। এ জন্যই হাদীসে এসেছে যে,

জান্নাতবাসীকে তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে উৎসাহিত করা হবে যেমনভাবে তারা শ্বাস-প্রশ্বাস করে। (মুসলিম ৪/২১৮১) যেমন আল্লাহর নি'আমাতরাজী তাদের উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তেমনি তাঁর তাহমীদ ও তাসবীহও বর্ধিত হতে থাকবে। তা কখনও শেষ হবার নয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ ও রাব্ব নেই।

১১। আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর ত্বরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত! অতঃপর আমি সেই লোকদেরকে, যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা করেনা, ছেড়ে দিই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।	١١. وَلَوۡ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡخَيۡرِ لَقُضِيَ إِلَيۡهِمۡ أَجَلُهُمۡۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ

খারাপ কাজে সাহায্য করার জন্য সাড়া দেয়া আল্লাহর নীতি নয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের স্নেহ ও সহনশীলতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষ যদি তার সংকীর্ণমনা ও ক্রোধের কারণে নিজের জান, মাল ও সন্তানদের উপর বদ দু'আ করে তাহলে তিনি তার সেই বদ দু'আ কবূল করেননা। কেননা তিনি জানেন যে, এটা তার আন্তরিক ইচ্ছা নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীর দাবী। কিন্তু যদি মানুষ তার নিজের জন্য এবং তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পক্ষে দু'আ করে তাহলে আল্লাহ সেই দু'আ কবূল করেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

মানুষ যেমন তার কল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করে তেমনি যদি আল্লাহ তা'আলা তার উপর বিপদ-আপদ পৌঁছানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তার অকাল

মৃত্যু ঘটে যেত। তবে মানুষের জন্য এটা কখনই শোভনীয় নয় যে, সে বারবার এরূপ বলতে থাকে এবং বদ দু'আ করার অভ্যাস করে ফেলে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের উপর, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর বদ দু'আ' করনা, কেননা কোন কোন সময় দু'আ কবূল হয়ে থাকে। সুতরাং যদি সেই সময় বদ দু'আ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তা কবূল হয়েই যাবে।' (আবূ দাঊদ ২/১৮৫) নিম্নের আয়াত থেকেও এ ধরণেরই ধারণা পাওয়া যায় ঃ

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১)

মুজাহিদ (রহঃ) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এই বদ দু'আ মানুষের একটা উক্তি যা সে ক্রোধের সময় নিজের উপর, নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর করে থাকে। (তাবারী, ১৫/৩৪) আল্লাহ তা'আলা যেমন মানুষের ভালর জন্য দু'আ কবূল করেন তেমনি যদি খারাবী দু'আও কবূল করতেন তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

১২। আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি; এই সীমা লংঘন-কারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে এইরূপই পছন্দনীয় মনে হয়।	١٢. وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا

	كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

দুঃখ-দৈন্যে মানুষ আল্লাহকে ডাকে এবং সুখের সময় তাঁকে ত্যাগ করে

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সম্পূর্ণরূপে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ

এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫১) যখন তার উপর বিপদ পৌঁছে তখন সে ব্যাকুল ও অধৈর্য হয়ে পড়ে। উঠতে, বসতে, শুইতে, জাগ্রত সর্বাবস্থায়ই বিপদ দূর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করে। অতঃপর যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই বিপদ সরিয়ে দেন তখন সে আল্লাহকে এড়িয়ে চলে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন তার উপর ইতোপূর্বে কোন বিপদই পৌঁছেনি। মহান আল্লাহ এই অভ্যাসের নিন্দা করে বলেন ঃ

مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন এ কথা তারা মনেই করছেনা। এরূপ ব্যবহারতো পাপী ও বদ আমলকারীদের জন্যই শোভা পায়। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত ও তাওফীক দান করেন সে এর থেকে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন ঃ

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি রয়েছে ঃ

মু'মিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। আর যদি সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে তাতেও সাওয়াব লাভ করে। যদি তার উপর কোন বিপদ আপদ পৌঁছে এবং তাতে সে ধৈর্য ধারণ করে তাহলে সে তার প্রতিদান লাভ করে থাকে। (মুসলিম ৪/২২৯৫)

১৩। আমি তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুল্ম করেছিল, অথচ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণও প্রমাণাদীসহ আগমন করেছিল। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনলনা। আর আমি অপরাধী-দেরকে এই রূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি।	١٣. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ
১৪। অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূমন্ডলে আবাদ করলাম, যেন আমি প্রত্যক্ষ করি যে, তোমরা কি রূপ কাজ কর।	١٤. ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী রাসূলগণের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যারা কাফিরদের নিকট আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছিলেন। তাদের পর আল্লাহ তা'আলা এই কাওমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের কাছে তাঁর একজন রাসূলকে পাঠালেন। তিনি দেখতে চান যে, তারা তাঁর এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মানছে কি না। সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দুনিয়াটা (বাহ্যিকভাবে) খুবই মিষ্ট ও সবুজ শ্যামল। আল্লাহ তা'আলা এক কাওমের পরিবর্তে অন্য কাওমকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কিরূপ আমল করছ। তোমাদের উচিত, তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকবে এবং মহিলাদের থেকে খুবই সতর্ক থাকবে। কেননা বানী ইসরাঈলের উপর প্রথম যে ফিতনা এসেছিল তা ছিল এই মহিলাদেরই ফিতনা।' (মুসলিম ৪/২০৯৮)

একবার আউফ ইব্‌ন মালিক (রাঃ) আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন যে, আকাশ থেকে যেন একটি রজ্জু ঝুলানো আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজ্জুটি ধরে উঠে গেলেন। আবার ওটা আকাশ থেকে ঝুলানো হল। তখন আবূ বাকর (রাঃ) ওটা ধরে উঠে গেলেন। এরপর জনগণ মিম্বরের চারদিকে ওটাকে মাপতে লাগলেন। উমারের (রাঃ) মাপে ওটা মিম্বর থেকে তিন হাত লম্বা হল। এই স্বপ্নের কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ 'রেখে দিন আপনার স্বপ্ন। এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? কোথাকার কি স্বপ্ন!' কিন্তু যখন উমার (রাঃ) খালীফা নির্বাচিত হলেন তখন আউফকে (রাঃ) ডেকে বললেন ঃ 'হে আউফ (রাঃ)! আপনার স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে শুনিয়ে দিন।' তখন আউফ (রাঃ) বললেন ঃ 'এখন স্বপ্ন শ্রবণের কি প্রয়োজন পড়েছে? আপনিতো ঐ সময় আমাকে ধমক দিয়েছিলেন।' তাঁর এই কথা শুনে উমার (রাঃ) তাকে বললেন ঃ 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! আমি এটা কখনও চাচ্ছিলামনা যে, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নাফ্‌সে সিদ্দীকের (রাঃ) মৃত্যুর সংবাদ শোনান।' অতঃপর আউফ (রাঃ) তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি এই পর্যন্ত পৌছলেন যে, জনগণ ওটাকে মিম্বর পর্যন্ত তিন হাত মাপলেন, তখন উমার (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ 'এই তিনের মধ্যে একজন ছিলেন খালীফা অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ)। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কার ও অসন্তুষ্টির কোনই পরওয়া করেননা। আর তৃতীয় হাতের উপর সমাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তিনি শহীদ হবেন।' উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

'অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূ-পৃষ্ঠে আবাদ করলাম, আমি দেখতে চাই যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।' সুতরাং হে উমার! তুমি এখন খালীফা নির্বাচিত হয়েছ। অতএব তুমি কাজ করার সময় চিন্তা করবে যে, তুমি কি কাজ করছ। উমার (রাঃ) যে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করার কথা বললেন ওটা ছিল আল্লাহর আহকামের ব্যাপারে। আর شَهِيْد শব্দ দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি শহীদ হবেন। আর ওটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত লোক তার অনুগত হয়ে যাবে। (তাবারী ১৫/৩৯)

১৫। আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, যা অতি স্পষ্ট, তখন ঐ সব লোক, যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই, এইরূপ বলে ঃ এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন আনয়ন করুন অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন। বল ঃ আমার দ্বারা ইহা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, আমিতো শুধুমাত্র উহারই অনুসরণ করব যা অহীযোগে আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা রাখি।	١٥. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِٕ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৬। তুমি বলে দাও ঃ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শোনাতাম আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন। কেননা আমি এর পূর্বেওতো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; তাহলে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখনা?	١٦. قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

কুরাইশ প্রধানদের অস্বীকার করণ

মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যারা উদ্ধত কাফির ছিল এবং যারা সব কথাই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করত, আল্লাহ তা'আলা তাদেরই সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শুনিয়ে দেন এবং তাদের সামনে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করেন তখন তারা বলে ঃ এই কুরআন ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো, যা অন্য ধারায় লিখিত। এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন ঃ

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ তুমি তাদেরকে বল ঃ আচ্ছা বলত! আমার কি অধিকার আছে যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে কুরআনকে পরিবর্তন করতে পারি? আমিতো শুধু আল্লাহর একজন আদিষ্ট বান্দা এবং তাঁর বার্তাবাহক। যা কিছু আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি, সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। আমার উপর যা অহী করা হচ্ছে, আমি শুধু ওগুলিই বলছি। আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তাহলে আমি কিয়ামাতের কঠিন শাস্তির ভয় করি।

কুরআনে সত্য প্রকাশের প্রমাণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতা ও দা'ওয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তাঁর লোকদের কাছে কিভাবে যুক্তিপূর্ণ ব্যাকালাপ করবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা তাঁর রাসূলকে এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ **قُل لَّوْ شَاءَ اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ** *তুমি বলে দাও ঃ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শোনাতাম আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন*। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দা'ওয়াত দিয়েছেন তা আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি আদেশ জারী করার কারণেই করেছেন। এর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোন কিছুই তিনি পরিবর্তন করেননি, তিনি যা বলেছেন তা অস্বীকার করারও তাদের কোন সুযোগ ছিলনা এবং তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল, যেহেতু তিনি তাদের মাঝে ছোট থেকে বড় হয়েছেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কালাম হতে পারেনা।

তাছাড়া তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার কথা তখন থেকে অবগত আছ যখন থেকে আমি তোমাদেরই কাওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। আর এখন আমি যে তোমাদের কাছে রাসূলরূপে মনোনিত হয়েছি তখনও তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও ঈমানদারীর উপর কোন কটাক্ষ করতে পারনা। তোমাদের কি এতটুকুও জ্ঞান নেই যে, তোমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার? এ জন্যই যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নতুন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রশ্ন করেন ঃ 'তোমাদের কাছে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেছেন এরূপ কোন প্রমাণ আছে কি?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'না।' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ সময় কাফিরদের সরদার ও মুশরিকদের নেতা ছিলেন। তথাপি তাঁকে এই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার কথা স্বীকার করতেই হয়েছিল। সেই সময় হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'মানুষের ব্যাপারে যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, আল্লাহর ব্যাপারে কিরূপে তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৮২)

জা'ফর ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) হাবশার (ইথিওপিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাশীর সামনে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যাঁর স্বভাবগত সত্যবাদিতা, বংশগত মর্যাদা এবং আমানাতদারী সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। নাবুওয়াতের পূর্বে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি আমাদের সাথে অবস্থান করেছেন।' (আহমাদ ১/২০২)

১৭। অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবেনা।	١٧. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা দাবী করে এবং বলে যে, আল্লাহ হতে তার নিকট অহী প্রেরিত? এই ব্যক্তি অপেক্ষা বড়

অপরাধী ও পাপী আর কেহ হতে পারে কি? এ কথা কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ও বোকা লোকের কাছেও গোপনীয় নয়। তাহলে বুদ্ধিমান ও নাবীগণের কাছে কিভাবে এটা গোপন থাকতে পারে? যে ব্যক্তি নাবুওয়াতের দাবী করে সে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী হোক, আল্লাহ তার সুকর্ম ও কুকর্মের উপর দলীল কায়েম করে থাকেন যা সূর্যের চেয়েও অধিক প্রকাশমান। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসাইলামা কায্যাবকে দেখেছে সে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এভাবেই করতে পারবে যেভাবে দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এখন দু'জনের স্বভাব-চরিত্র, কার্যাবলী এবং কথাবার্তার মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের মধ্যে কি পরিমাণ সততা ও সত্যবাদিতা ছিল, আর মুসাইলামা কায্যাব, সাজাহ এবং আসওয়াদ আনসীর মধ্যে কি পরিমাণ মিথ্যা ও বেঈমানী ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন কিছু লোক তার আগমনে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। তাঁর আগমনে যারা উদ্বিগ্ন হয়েছিল আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। আমি যখন প্রথম তাঁকে দেখি তখনই আমার অন্তর এই সাক্ষ্য দেয় যে, কোন মিথ্যাবাদী লোকের চেহারা এমন আলোকময় কখনই হতে পারেনা। আমি সর্বপ্রথম তাঁর মুখে যে কথা শুনি তা ছিল নিম্নরূপ ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর একে অপরকে সালাম দিবে, গরীব ও ক্ষুধার্তদেরকে পেট পুরে খাওয়াবে, আত্মীয়দের সাথে কর্তব্য পালন করবে এবং রাতে উঠে সালাত আদায় করবে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আহমাদ ৫/৪৫১)

দিমাম ইব্ন সা'লাবাহ (রাঃ) তাঁর গোত্র বানু সাদ ইব্ন বকরের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে বলেন ঃ 'আচ্ছা বলুন তো, এই আকাশকে কে এমন উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ।' এরপর লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কে এই পাহাড়কে এমনভাবে যমীনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?' উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ।' লোকটি আবার প্রশ্ন করেন ঃ 'এই যমীনকে কে বিছিয়ে রেখেছেন?' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ 'আল্লাহ।' লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ 'আপনাকে ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যিনি ঐ উঁচু আকাশ বানিয়েছেন,

এই বড় বড় পাহাড়গুলি যমীনে প্রোথিত করেছেন এবং এত বড় ও প্রশস্ত যমীন ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিই কি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঐ আল্লাহরই শপথ! তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।' অতঃপর লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর শপথ করে সালাত, যাকাত, হাজ্জ এবং সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর শপথ করে করে উত্তর দিতে থাকেন। তখন লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'আপনি সত্য বলেছেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন সেই সত্তার শপথ করে বলছি! আপনি যা বলেছেন তারচেয়ে আমি বেশীও করবনা, কমও করবনা। বরং সঠিকভাবে এর উপরই আমল করব।' সুতরাং এই পরিমাণ আমলই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর ঈমান আনেন। কেননা তিনি দলীল প্রমাণাদী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (যাদুল মা'আদ ৩/৬৪৭)

বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) মুসাইলামার নিকট গমন করেন। তিনি তার বন্ধু ছিলেন। তখন পর্যন্ত আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে আমর! আপনাদের লোকের উপর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সঃ-এর উপর) এখন কি অহী অবতীর্ণ হয়েছে?' উত্তরে ইব্‌ন আস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি তাঁর সঙ্গীদেরকে এক ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত সূরা পাঠ করতে শুনেছি।' সে জিজ্ঞেস করল ঃ ' সেটা কি?' আমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, তা হল ঃ

وَٱلْعَصْرِ. إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ.

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা 'আসর, ১০৩ ঃ ১-৩)

মুসাইলামা কাযযাব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ 'আমার উপরও এমনি এক অহী অবতীর্ণ হয়েছে।' আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সেটা কি?' সে জবাবে বলল ঃ 'হে উবর, হে উবর (এক প্রকার জন্তু) তোমার দু'টি কান ও একটি বক্ষ প্রতীয়মান হচ্ছে, এ ছাড়া তোমার সারা দেহই বাজে।' অতঃপর সে আমরকে

(রাঃ) বলল ঃ ‘হে আমর (রাঃ)! আমার অহী কেমন মনে হল?’ আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) বলেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! আপনিতো নিজেও জানেন এবং আমিও ভাল করেই জানি যে, আপনি মিথ্যাবাদী।’ (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/৩২৬) যখন একজন মুশরিকের এই অবস্থা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদী হওয়া ও মুসাইলামার মিথ্যাবাদী হওয়া তার কাছেও গোপনীয় নয়, তখন চক্ষুষ্মানদের কাছে এটা কিরূপে গোপন থাকতে পারে? তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২১) আর এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবেনা। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিও বড় অত্যাচারী যে ব্যক্তি ঐ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যে সত্য রাসূলগণ আনয়ন করেছেন এবং ওর উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৮। আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারেনা এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন	١٨. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ

বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।	بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
১৯। আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) এক উম্মাতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল। আর যদি তোমার রবের পক্ষ হতে এক নির্দেশ বাণী প্রথমে সাব্যস্ত হয়ে না থাকত তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।	١٩. وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদের নিন্দা করছেন যারা এমন সবের ইবাদাত করে যারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে সক্ষম নয়। তারা না পারে কোন ক্ষতি করতে এবং না পারে কোন উপকার করতে। তারা কোন কিছুর মালিকও নয় এবং তারা যা ইচ্ছা করে তা করতেও পারেনা। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, না যমীনে? এরপর তিনি স্বীয় মহান সত্তাকে শির্ক ও কুফরী থেকে পবিত্র ঘোষণা করে বলেন ঃ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে। (তাবারী ১৫/৪৬)

শির্‌কের প্রথম উদ্ভাবন

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এখন লোকদের মধ্যে শির্‌কের উৎপত্তি ঘটেছে। পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিলনা, কিন্তু এখন হয়েছে। সমস্ত লোক একই দীনের উপর ছিল। আর তা ছিল প্রথম হতেই ইসলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) মধ্যে দশটি শতবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। এসব লোক আদমের (আঃ) সত্য দীন ইসলামের উপর ছিল। তারপর লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা মূর্তি পূজা করতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা'আলা দলীল প্রমাণাদীসহ রাসূল প্রেরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১০১)

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ

তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর জীবিত থাকে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪২)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কেহকেও শাস্তি দেননা যে পর্যন্ত তিনি তার কাছে নাবী পাঠিয়ে দলীল প্রমাণাদী দ্বারা তাকে সাবধান না করেন। আল্লাহ তা'আলা মাখলূককে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত রেখে পরে মৃত্যু দান করেন। আর যে ব্যাপারে তারা পরস্পর মতভেদ করছিল, কিয়ামাতের দিন তিনি তার ফাইসালা করে দিবেন। সেই দিনই মু'মিনরা আনন্দিত ও উদ্বেলিত হবে, আর কাফিরেরা হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

২০। আর তারা বলে ঃ তার প্রতি তার রবের পক্ষ হতে কোন মু'জিযা কেন নাযিল হলনা? তুমি বলে দাও ঃ গাইবের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।	٢٠. وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ

মূর্তি পূজক মুশরিকদের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবী

মিথ্যাবাদী কাফিরেরা বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন এমন (নাবুওয়াতের) নিদর্শন দেয়া হয়নি, যেমন ছামূদ সম্প্রদায়কে উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল? মাক্কার কাফিরেরাও চাচ্ছিল যে, আল্লাহ কেন সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দেননা? অথবা কেন মাক্কার পাহাড় মাক্কা হতে সরে গিয়ে ঐ জায়গায় বাগান ও নদী সৃষ্টি হচ্ছেনা? আল্লাহ অবশ্যই এসব কিছু করতে সক্ষম। তিনি তাঁর কাজে বড়ই ক্ষমতাবান ও মহাবিজ্ঞ। যেমন তিনি বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১০-১১) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মাখলূকের ব্যাপারে আমার নীতি এই যে, তারা যা চায়, আমি তাদেরকে তা দিয়ে থাকি। তারা যদি মু'জিযা দেখে আমার উপর ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকি । এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বাধীনতা দিয়ে বললেন ঃ 'দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ কর। প্রথম হল এই যে, তাদের আবেদন অনুযায়ী আমি তাদেরকে মু'জিযা দিচ্ছি। যদি তারা মু'জিযা দেখে ঈমান আনে তাহলেতো ভালই। নতুবা আমি তাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি শাস্তি প্রদান করব। আর দ্বিতীয় হল, আমি তাদেরকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ দিব, যাতে তারা সংশোধিত হয়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতের জন্য দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, তুমি বলে দাও ঃ সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে রয়েছে। কাজের পরিণতি সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা যদি চোখে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনতে না চাও তাহলে আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা কর। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কতগুলি মু'জিযা দেখেছিল যেগুলি তাদের কাংখিত মু'জিযার চেয়ে বড় ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখের সামনে পূর্ণ চাঁদকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন এবং সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর একটি অংশ পাহাড়ের পিছনে এবং অপর অংশটি তাদের সামনে তারা দেখতে পেয়েছিল। এখনও যদি তারা কোন মু'জিযা সুপথ প্রাপ্তির ইচ্ছায় দেখতে চাইত তাহলে তিনি অবশ্যই তা দেখাতেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন যে, তারা জিদ ও অবাধ্যতার মন নিয়েই মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে। তাই তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছেনা। মহান আল্লাহ এটা জ্ঞাত ছিলেন যে, এখনও তারা ঈমান আনবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১) কেননা শুধু জিদ করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ...

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই ... (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْا۟ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ...

তারা যদি আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে .. (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করত; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী লোকেরা বলত ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৭) সুতরাং তাদেরকে কাম্য বস্তু প্রদান করে লাভ কি? কেননা তারা যা কিছুই দেখতে চাচ্ছে তা শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

২১। আর যখন আমি মানুষকে কোন নি'আমাতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোন বিপদ পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ অতি দ্রুত কলাকৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমার মালাইকা তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।	٢١. وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

২২। তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমন করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলি লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে ঃ (হে আল্লাহ!) যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।

٢٢. هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

২৩। অতঃপর যখনই মা'বূদ তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রেখ), তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (প্রাণের) জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে (এটা দ্বারা কিছু ফল) ভোগ

٢٣. فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ

করে নাও, অতঃপর আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।	ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ তার প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا বিপদাপদের স্বাদ গ্রহণ করার পর মানুষ যখন আমার রাহমাত প্রাপ্ত হয়, যেমন দারিদ্রের পরে স্বচ্ছলতা, দুর্ভিক্ষের পরে উত্তম উৎপাদন, মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি, তখন সে হাসি-তামাশা করতে শুরু করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (তাবারী ১৫/৪৯) এ ধরণের আরও একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ফাজরের সালাত আদায় করান। তখন বর্ষার রাত ছিল। তিনি বললেন ঃ 'আজ রাতে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?' সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন।' তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ 'আজ আমার কিছু বান্দা মু'মিন হয়েছে এবং আমার কিছু বান্দা অস্বীকারকারী হয়েছে। যে বান্দা বলেছে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণা, সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকার প্রভাবকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে বান্দা এই বিশ্বাস রাখে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রভাব, সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।' (ফাতহুল বারী ২/৬০৭) বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا তাদেরকে আস্তে আস্তে পাকড়াও করে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দানে সক্ষম, অথচ অপরাধীরা তাদেরকে শাস্তি দানে বিলম্বের কারণে মনে

করতে থাকে যে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা। আসলে তাদেরকে কিছু দিনের জন্য ঢিল দেয়া হয়েছে, অতঃপর হঠাৎ করেই পাকড়াও করা হবে। তারা যা করছে তা সবকিছু সম্মানিত লেখকগণ (মালাইকা) লিখে রাখছেন এবং তাদের কোন কাজই গণনার বাইরে নয়। হে পাপীদের দল! তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমাদেরকে তোমাদের কুফরীর কারণে কোন শাস্তি দেয়া হবেনা? প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর যখন তোমাদের উদাসীনতা শেষ সীমায় পৌঁছবে তখন আকস্মিকভাবে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মালাইকা তাদের কাজ কর্ম লিখে থাকে। অতঃপর তারা তা আলিমুল গাইব আল্লাহর নিকট পেশ করবে। তারপর তিনি প্রত্যেক বড় ও ছোট পাপের শাস্তি প্রদান করবেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থলভাগ ও নৌভাগে ভ্রমণ সহজ করে দিয়েছেন এবং পানির মধ্যেও তিনি তোমাদেরকে তাঁর আশ্রয় ও হিফাযাতে নিয়ে নিয়েছেন। যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর এবং বাতাস নৌকা চালাতে শুরু করে তখন তোমরা বাতাসের নিম্নগতি ও দ্রুত গতিতে চলার কারণে খুবই খুশি হয়ে থাক। হঠাৎ তোমাদের উপর এক প্রচণ্ড ও প্রতিকূল বাতাস এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তোমাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে। ঐ সময় তোমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাক। ঐ সময় না তোমাদের কোন মূর্তি/প্রতিমার কথা স্মরণ হয়, আর না স্মরণ হয় লাত, হুবল ইত্যাদি কোন মূর্তির কথা। বরং তখন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সম্বোধন করে থাক। এটি নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا ... তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ডেকে বলে ঃ হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ হতে রক্ষা করেন তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তখন তারা দেশে অন্যায় ও অবিচার করতে শুরু করে। দেখে মনে হয় যেন তারা কখনও বিপদেই পড়েনি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ... হে লোকসকল! জেনে রেখ যে, তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের প্রাণের জন্য বিপদের কারণ হবে, এতে অন্য কারও ক্ষতি হবেনা। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ '(আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ঘোষণা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করণ, এ দু'টো এমনই পাপ যে, এ কারণে পরকালে শাস্তি হবেই, এমনকি দুনিয়ায়ও সত্বর এর শাস্তি দেয়া হবে।' (আবূ দাঊদ ৫/২০৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ এই পার্থিব জগতে তোমরা কিছুকাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে বটে, কিন্তু এর পরেই তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। ... فَنُنَبِّئُكُم যখন তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত করব এবং ওগুলির পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। যে ভাল প্রতিদান পাবে সে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর যে শাস্তি পাবে সে নিজের নাফ্সের উপর ভর্ৎসনা করবে।

২৪। বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থাতো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলি অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে; এমন কি, যখন সেই যমীন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণ রূপ ধারণ করল এবং তা শোভনীয় হয়ে	٢٤. إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ

উঠল, আর ওর মালিকরা মনে করল যে, তারা এখন ওর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন দিনে অথবা রাতে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়ল। সুতরাং আমি ওকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকাল ওর অস্তিত্বই ছিলনা। এরূপেই আয়াতগুলিতে আমি বিশদ রূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।	حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَآ أَنَّهُمۡ قَٰدِرُونَ عَلَيۡهَآ أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَٰهَا حَصِيدٗا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ
২৫। আর আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির নিবাসের দিকে আহ্বান করেন; এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন।	٢٥. وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

দুনিয়াদারী মানুষের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য, সজীবতা এবং এরপর ওর সত্বরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঐ লতাপাতা ও উদ্ভিদের সাথে যাকে তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীন থেকে বের করেন। যেমন খাদ্যশস্য এবং বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল। এগুলি শুধু মানুষেরই খাদ্য নয়, বরং চতুস্পদ জন্তুগুলোও ঘাস, লতা-পাতা ও খড়-কুটা খেয়ে থাকে। যখন যমীনের এই ধ্বংসশীল সৌন্দর্য বসন্তকালে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন রূপের ও বর্ণের সবজিগুলি

পূর্ণ সজীবতা লাভ করে তখন কৃষক ধারণা করে যে, সে ফসল কাটবে এবং ফল সংগ্রহ করবে। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ ওর উপর বজ্রপাত অথবা ঘূর্ণিঝড় এসে গাছের সমস্ত পাতা জ্বালিয়ে গেল এবং ফুল-ফল যা কিছু ছিল সমস্তই ধ্বংস হয়ে গেল অথবা ওর সজীবতা ও শ্যামলতার পরিবর্তে ওটা শুষ্ক কাঠের স্তূপে পরিণত হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ মনে হবে যেন ওটা কখনও সজীব ও সবুজ-শ্যামল ছিলনা এবং কৃষককে এরূপ নি'আমাত কখনও দেয়াই হয়নি। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ এক লোক যাকে দুনিয়ায় প্রচুর নি'আমাত দান করা হয়েছিল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি (দুনিয়ায়) কখনও সুখ/শান্তি লাভ করেছিলে? সে উত্তরে বলবে ঃ না, কখনই না। এরপর অন্য একটি লোক যে, সে দুনিয়ায় খুবই অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেছিল। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি কখনও কোন কষ্ট ভোগ করেছিলে? সে জবাবে বলবে ঃ না, কখনই না। (মুসলিম ৪/২১৬২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সম্পর্কে বলেন ঃ

فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَـٰرِهِمْ جَـٰثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ

তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনও বসবাস করেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৭-৬৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ... এভাবেই আমি নির্দেশসমূহকে বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া তার সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়, দুনিয়া তার থেকে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিক থেকে পলায়ন করে, দুনিয়া তার পায়ের উপর এসে পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দৃষ্টান্ত উদ্ভিদের সাথে কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায়ও দিয়েছেন। সূরা কাহফে তিনি বলেন ঃ

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا

তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা। এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়, অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৫) অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমার ও সূরা হাদীদে পার্থিব দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ওরই সাথে প্রদান করেছেন।

নিঃশেষহীন দান করার প্রতি আহ্বান

وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নশ্বরতা ও জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনার পর এখন জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন এবং ওটাকে 'দারুস সালাম' বলে আখ্যায়িত করছেন। অর্থাৎ জান্নাত হচ্ছে সমস্ত বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আশ্রয় লাভের স্থান।

যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ 'আমি স্বপ্নে দেখি যে, জিবরাঈল (আঃ) আমার মাথার কাছে রয়েছেন এবং মীকাঈল (আঃ) রয়েছেন আমার পায়ের কাছে। তাঁদের একজন অন্য জনকে বলছেন ঃ 'এই (ঘুমন্ত) ব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।' তখন তিনি বললেন ঃ '(হে ঘুমন্ত ব্যক্তি!) আপনি শুনুন! আপনার কান শুনছে, আপনার অন্তর (জেগে জেগে) অনুধাবন করছে। আপনার দৃষ্টান্ত ও আপনার উম্মাতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একজন বাদশাহ্‌র দৃষ্টান্তের মত, যিনি তার যমীনে একটি ঘর বানিয়েছেন এবং তাতে একটি বড় কক্ষ তৈরী করেছেন। তারপর ওখানে খাদ্য খাওয়ার জন্য লোকজনকে ডেকে আনতে একজন দূতকে পাঠান। সুতরাং কেহ কেহ ঐ দূতের আহ্বানে সাড়া দিল এবং কেহ কেহ সাড়া দিলনা। বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ, যমীন হচ্ছে ইসলাম, ঘর হচ্ছে জান্নাত এবং হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হচ্ছেন দূত। অতএব যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল। আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল এবং যে জান্নাতে প্রবেশ করল সে ওর থেকে (খাদ্য) আহার করল।' (তাবারী ১৫//৬১)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সূর্য উদিত হয় তখনই দু'জন

মালাক/ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন এবং তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে থাকেন, যে ডাক দানব ও মানব ছাড়া সবাই শুনতে পায়। তাঁরা ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের দিকে ধাবিত হও। কম কিংবা বেশি ভাল, যা'ই হোক না কেন তা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে উত্তম। (তাবারী ১৫/৬০, আহমাদ ৫/১৯৭)

২৬। যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে; আর না তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।	٢٦. لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

উত্তম আমলের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনার সাথে সাথে ভাল কাজ করল সে পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। কেননা

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০) বরং আরও কিছু বেশি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কমপক্ষে দশগুণ এমন কি সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হবে, বরং এর চেয়েও কিছু বেশী। যেমন জান্নাতে সে পাবে হুর ও প্রাসাদ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এমন মনোমুগ্ধকর চোখ জুড়ানো জিনিস যা এ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি নি'আমাত হচ্ছে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ। এটা হবে সমস্ত করুণার মধ্যে বড় করুণা। কেননা সে তার আমলের কারণে এর যোগ্য হবেনা, বরং এটা হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সীমাহীন দয়ার কারণে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ), হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস

(রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী লাইলা (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাবিত (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আমির ইব্‌ন সাদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেকের হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১৫/৬৩-৬৮) এই মতের সমর্থনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বহু হাদীসও বর্ণিত আছে।

সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূরণ করতে চান। তখন জান্নাতবাসীরা বলবে ঃ সেই ওয়াদা কি? দাঁড়িপাল্লায় আমাদের (সাওয়াবের) ওযন ভারী হয়েছে, আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করা হয়েছে, আমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছি। (সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওয়াদা পূরণ হতে আর বাকী থাকল কি?) তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে ফেলবেন এবং তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর শপথ! জান্নাতীদের জন্য এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হবেনা। এটাই হবে সবচেয়ে বেশি চক্ষু ঠান্ডাকারী ও মনে শান্তিদায়ক। (আহমাদ ৪/৩৩৩, মুসলিম ১/১৬৩, তিরমিযী ৮/৫২২, নাসাঈ ৬/৩৬১, ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ হাশরের মাইদানে জান্নাতবাসীদের মুখমণ্ডল মলিন ও কালিমাময় হবেনা। পক্ষান্তরে কাফিরদের চেহারা হবে ধূলিমলিন ও কালিমাযুক্ত। জান্নাতীরা কোনক্রমেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবেনা, প্রকাশ্যেও না, অপ্রকাশ্যেও না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই জান্নাতীদের সম্পর্কেই বলেন ঃ

فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১১) আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

২৭। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর শাস্তি) হতে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।	٢٧. وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثۡلِهَا وَتَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنۡ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَآ أُغۡشِيَتۡ وُجُوهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مُظۡلِمًا ۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

খারাপ আমলকারী/দুস্কৃতকারীদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা এর পূর্বে সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাদের সাওয়াবের বিনিময় বহুগুণ দেয়া হয়। এবার তিনি হতভাগা, পাপী ও মুশরিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের প্রতিও ন্যায় বিচার করা হবে। আর তা হল এই যে, তাদের পাপ ও অপরাধের শাস্তি দ্বিগুণ, চারগুণ দেয়া হবেনা, বরং সমান সমান দেয়া হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَتَرَىٰهُمۡ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে (জাহান্নামের সামনে) উপস্থিত করা হচ্ছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায়। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ৪৫)

وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوۡمٍ تَشۡخَصُ فِيهِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي رُءُوسِهِمۡ

তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ভীতি বিহ্বল চিত্তে (আকাশের দিকে চেয়ে) ছুটাছুটি করবে। নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি

ফিরবেনা এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২-৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّا لَهُم مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ তাদের রক্ষা করার কেহই থাকবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১০-১২) এরপর বলা হয়েছে ঃ

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ পরকালে তাদের মুখমন্ডল হবে কালিমাময় যেন তাদের চেহারার উপর রাতের অন্ধকারের চাদর চড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এটি নিম্ন আয়াতের অনুরূপ ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

সেই দিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতগুলি মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। আর যাদের মুখমন্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভুক্ত, তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৬-১০৭)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

সেই দিন বহু মুখমন্ডল হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ৩৮-৪০)

২৮। আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি	**٢٨. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ**

মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে ঃ তোমরাতো আমাদের ইবাদাত করতেনা।	نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ
২৯। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে অবগত ছিলামনা।	٢٩. فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَٰفِلِينَ
৩০। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলি পরীক্ষা করে নিবে, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।	٣٠. هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীরা তাদের উপাসকদের অস্বীকার করবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দানব ও মানব এবং ভাল ও মন্দ সকলকেই আমি কিয়ামাতের দিন হাযির করব। কেহকে বাদ দেয়া হবেনা। বলা হচ্ছে ঃ

وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮)

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ মুশরিকদেরকে বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর এবং মু'মিনদের হতে পৃথক থাক। যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন এই দু'শ্রেণীর মানুষ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

وَٱمْتَٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪)

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৩) এটা ঐ সময় হবে যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বিচারের ফাইসালা করার ইচ্ছা করবেন। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করবে ঃ হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি ফাইসালা করুন এবং আমাদেরকে এই স্থান হতে মুক্তি দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন আমরা অন্যান্য লোকদের চেয়ে উঁচু জায়গায় থাকব যেখানের লোকদেরকে সবাই দেখতে পাবে। (আহমাদ ৩/৩৪৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিচ্ছেন ঃ

مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ঐ দিন তিনি বলবেন, হে মুশরিকদের দল! তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান কর। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাদের শরীকরা তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। মহান আল্লাহ তাই বলছেন ঃ

كَلَّاۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮২) এই মুশরিকরা যাদের অনুসরণ করত তারা ঐ দিন এদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) তারা বলবে ঃ তোমরা যে আমাদের ইবাদাত করতে তা আমাদের জানা নেই। তোমরা আমাদের উপাসনা এমনভাবে করতে যে, আমরা নিজেরা তা মোটেই অবগত নই! স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, আমরা কখনও তোমাদেরকে আমাদের ইবাদাত করার জন্য ডাকিনি, তোমাদেরকে নির্দেশও দেইনি এবং এ ব্যাপারে আমরা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টও নই। এভাবে মুশরিকদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছে যারা শুনেওনা, দেখেওনা, তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা, তাদেরকে এর নির্দেশও দেয়নি এবং এতে তাদের সম্মতিও ছিলনা। বরং তারা ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা এমন রবের ইবাদাত পরিত্যাগ করেছে যিনি চিরঞ্জীব ও চির বিরাজমান। যিনি সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী এবং যিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ তোমাদের কৃতকর্মের স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তোমরা কে কি করেছ তা তিনি পূর্ণ অবগত আছেন। هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ পার্থিব জীবনে তোমরা কে কি করেছ তার হিসাব জানতে পারবে। কিয়ামাতের দিন হিসাবের জন্য দাঁড়ানোর স্থানে প্রত্যেকের

পরীক্ষা হয়ে যাবে। ভাল ও মন্দ যা কিছু আমল করেছ তা সামনে হাযির করা হবে। ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেই দিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩) আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَـٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا. ٱقْرَأْ كِتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৩-১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ তারা আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। শুধু তারা কেন, বরং সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তিনি ফাইসালা করে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবেন। আর পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের পক্ষ হতে যেসব কপোলকল্পিত মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছিল তারা সব বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

৩১। তুমি বল ঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি	٣١. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ

জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে ঃ আল্লাহ। অতএব তুমি বল ঃ তাহলে কেন তোমরা (শির্ক হতে) নিবৃত্ত থাকছনা?	ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৩২। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত রাব্ব, অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি রইল? তাহলে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?	٣٢. فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ
৩৩। এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবেনা।	٣٣. كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

মূর্তি পূজকরাও আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর যুক্তি পেশ করছেন যে, তাদেরকে তাঁর প্রভুত্ব ও একাত্মবাদ স্বীকার করতেই হবে। قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (হে নাবী)! মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশ হতে যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনি কে?

أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ

আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬২) কে নিজ ক্ষমতা বলে যমীনের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করছেন?

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً. وَحَدَآئِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; দ্রাক্ষা, শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ২৭-৩১) উত্তরে فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ তাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে, আল্লাহ!

أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ

এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২১)

এগুলি শুধুমাত্র আল্লাহরই কাজ। তিনি যদি রিয্‌ক বন্ধ করে দেন, তাহলে কে এমন আছে যে তা খুলতে পারে? أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ যিনি এই শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দান করেছেন এবং ইচ্ছা করলে যিনি এগুলি ছিনিয়ে নিতে পারেন, তিনি কে? আল্লাহই এর উত্তর জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ

বল ঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৩)

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ

তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৬) অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ যিনি স্বীয় বিরাট ক্ষমতাবলে জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং প্রাণহীনকে বের করেন জীবন্ত হতে, তিনি কে? এরূপ প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই জবাব দিতে বাধ্য হবে যে, এগুলি করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। তিনিই এসব কাজ করেন।

وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই দায়িত্বে রয়েছে। যা কিছু হচ্ছে সকলই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। তিনিই সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেহ কেহকেও আশ্রয় দিতে পারেনা। সবারই উপর তিনি হাকিম। তাঁর হুকুমের পর কারও হুকুমের কোনই মূল্য নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাঁকে কেহই কোন প্রশ্ন করতে পারেনা।

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থী, প্রতিনিয়ত তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৯) মালাইকা, দানব ও মানব তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই দাস এবং এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। কাফির ও মুশরিকরাও এটা জানে এবং স্বীকারও করে। সুতরাং হে নাবী! (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) আচ্ছা! তাহলে তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করছ না কেন? কেন অজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাত করছ? প্রকৃত মা'বূদতো সেই আল্লাহ যাঁকে তোমরাও স্বীকার করছ। অতএব, একমাত্র তিনিইতো ইবাদাতের হকদার। সত্য ও সঠিক কথা বুঝে নেয়ার পরেও এরূপ ভ্রষ্টতার অর্থ কি? তিনি ছাড়া সমস্ত মা'বূদই মিথ্যা ও বাতিল। প্রকৃত মা'বূদের ইবাদাত ছেড়ে কোন দিকে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ যেভাবে এই মুশরিকরা কুফরী করেছে এবং কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনভাবে তারা এ কথাও স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহই হচ্ছেন মহান ও পবিত্র রাব্ব, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতা, সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপক তিনি একাই এবং তিনি রাসূলদেরকে তাওহীদসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এই অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১)

৩৪। (হে নাবী) তুমি বল ঃ তোমাদের (নিরূপিত) শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে প্রথমবারও সৃষ্টি করে এবং পুনরাবর্তন করতে পারে? তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবারও সৃষ্টি করবেন, অতএব তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?	٣٤. قُلۡ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ
৩৫। তুমি বল ঃ তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়? তুমি বলে দাও, আল্লাহই সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন; তাহলে কি যিনি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসরণ করার সর্বাধিক যোগ্য, নাকি ঐ ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথ প্রাপ্ত হয়না? তাহলে তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ?	٣٥. قُلۡ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهۡدِي لِلۡحَقِّۗ أَفَمَن يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيٓ إِلَّآ أَن يُهۡدَىٰۖ فَمَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ
৩৬। আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু অলীক কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন, যা কিছু তারা	٣٦. وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ

করছে।	بِمَا يَفْعَلُونَ

মুশরিকরা যে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে মিলিয়ে নিয়েছে এবং মুর্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এটা যে বাতিল পন্থা, এ কথাই এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ হে নাবী! তুমি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ 'হে মুশরিকদের দল! বলত, তোমাদের নিরূপিত শরীকদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে, যে আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে? অতঃপর এতে যে মাখলূকাত রয়েছে ওগুলোকে কে অস্তিত্বে এনেছে? আকাশে যা কিছু রয়েছে ওগুলোকেই বা কে অস্তিত্বে এনেছে এবং ওগুলোকে কেহ তাদের স্ব স্ব স্থান থেকে সরাতে পারবে কি? অথবা ওগুলোর কোন পরিবর্তনে সক্ষম হবে কি? অথবা ওগুলোকে ধ্বংস করে পুনরায় নতুন মাখলূক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে কি? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল যে, এটাতো একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এটা জানা সত্ত্বেও কেন তোমরা সঠিক পথ ছেড়ে ভুল পথের দিকে ঝুঁকে পড়ছ? সত্য পথের সন্ধান দেয় এমন কেহ আছে কি? বল, এরূপ পথ প্রদর্শন করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। এটা তোমরা নিজেরাও জান যে, তোমাদের শরীকরা একজনকেও ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথে আনতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। তিনি ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথের দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى সত্য পথের পথিকের যে অনুসরণ করে এবং যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সে ভাল, নাকি ঐ ব্যক্তি ভাল যে একটু হিদায়াতও করতে পারেনা, বরং নিজের অন্ধত্বের কারণে তারই মুখাপেক্ষী যেন কেহ তার হাত ধরে নিয়ে চলে? ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْـًٔا

যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪২) স্বীয় কাওমকেও তিনি লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫-৯৬) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ তোমাদের সিদ্ধান্ত কতই না ভুল সিদ্ধান্ত! তোমাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তোমরা কি করে আল্লাহকে ও তাঁর মাখলূককে সমান করে দিলে? একেও মানছ, তাঁকেও মানছ! অতঃপর আল্লাহ থেকে সরে গিয়ে তোমাদের শরীকদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়ছ? মহামর্যাদাপূর্ণ রাব্ব আল্লাহকেই কেন তোমরা ইবাদাতের জন্য বিশিষ্ট করে নিচ্ছনা? একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করলেই তোমরা বিভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসতে পারতে! আর বিশেষ করে আল্লাহর কাছেই কেন প্রার্থনা করছনা?' এ লোকগুলো কোন দলীলকেই কাজে লাগাচ্ছেনা। বিশ্বাস ছাড়া শুধু কল্পনার উপরেই তারা মূর্তি পূজার ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু এতে তাদের কোনই লাভ হবেনা। আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এটা এই কাফিরদের জন্য হুমকি ও কঠিন ভয় প্রদর্শন। কেননা তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, সত্বরই তারা তাদের এই বোকামির শাস্তি পাবে।

৩৭। আর এই কুরআন কল্পনা প্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, ইহাতো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে, এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোন সন্দেহ নেই (ইহা) বিশ্বের রবের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে।	٣٧. وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
৩৮। তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নাবীর) স্বরচিত?	٣٨. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ

তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৩৯। বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, যাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন করেনি, আর এখনো তাদের প্রতি ওর পরিণাম (আযাব) পৌঁছেনি; এরূপভাবে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে। অতএব দেখ সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হল?	٣٩. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৪০। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন কতক লোকও আছে যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবেনা, আর তোমার রাব্ব অত্যাচারীদেরকে ভালভাবেই জানেন।	٤٠. وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ

আল কুরআন সত্য, অতুলনীয় এবং মু'জিযাপূর্ণ

এখানে কুরআনুল হাকীমের অলৌকিকতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যে, এই কুরআনের মত কিতাব পেশ করবে এমন যোগ্যতা কোন মানুষেরই নেই। শুধু তাই নয়, বরং দশটি সূরা আনয়ন করতে, অথবা একটি সূরাও আনয়ন করতে পারবেনা। এটা পবিত্র কুরআনের ভাষার অলংকার ও বাকপটুতার দাবীর ভিত্তিতে

বলা হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের ভাষা সংক্ষিপ্ত, অথচ ভাবার্থ খুবই ব্যাপক এবং শ্রুতিমধুর। ইহা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য বড়ই উপকারী। অন্য কোন পুস্তক এসব গুণের অধিকারী হতে পারেনা। কেননা ইহা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত গ্রন্থ। ঐ আল্লাহ যিনি স্বীয় সত্তা, গুণাবলী এবং কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ একক, তাঁর কালামের সাথে মাখলূকের কালাম কিরূপে সাদৃশ্যযুক্ত হতে পারে? এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هَـــذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এর সাথে মানুষের কথার একটুও মিল নেই, থাকতে পারেনা। আবার এই কুরআন ঐ কথাই বলে যে কথা এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি বলেছে। পূর্ববর্তী ইলহামী কিতাবগুলির মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে তা এই কিতাবের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে এবং হালাল ও হারামের বিধানগুলি পূর্ণভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বরাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে এটা অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, থাকতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ এই কিতাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় এবং তোমাদের মনে যদি এ ধারণা জন্মে যে, মুহাম্মাদ ইহা নিজেই রচনা করেছেন তাহলে তিনিওতো তোমাদের মতই মানুষ। তিনি যদি এরূপ কুরআন রচনা করতে পারেন তাহলে তোমাদের মধ্যকার কোন সুযোগ্য ব্যক্তি এরূপ কিতাব রচনা করতে পারেনা কেন?

অতএব তোমরা তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এই কুরআনের সূরার মত একটি সূরাই আনয়ন কর এবং তোমরা দুনিয়ার সমস্ত মানব ও দানব একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে দেখতো। এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, যদি তারা তাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রচিত তাহলে তারা এই চ্যালেঞ্জ কবূল করুক। শুধু তারা নয়, বরং যাদের খুশি তাদের সবাইকে নিয়ে মিলিত হয়েই করুক। এর পরে আল্লাহ তা'আলা বিরাট দাবী করে বললেন ঃ জেনে রেখ যে, তোমরা কখনই এ কাজ করতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বল ঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮৮) এর পরেও তিনি আরও নীচে নামিয়ে দিয়ে বলেন যে, সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরাই আনয়ন করুক। যেমন মহান আল্লাহ সূরা হুদে বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৩) আর এই সূরায় আরও কমিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নাবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৮) মাদীনায় অবতারিত সূরা বাকারায়ও একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এবং খবর দেয়া হয়েছে যে, তারা কখনও তা করতে সক্ষম হবেনা। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ

অতঃপর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবেনা, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪) এখানে একটি বিষয় জানিয়ে দেয়া দরকার যে, বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ছিল আরাবদের প্রকৃতিগত গুণ। তাদের প্রাচীন যুগের যত কবিতার ভান্ডার রয়েছে

তাতেও লিখার ছন্দ, বাক্যালংকার এবং অপূর্ব বর্ণনার প্রকাশ এটাই প্রমাণ করে যে, বর্ণনার লালিত্যে তারা কতখানি দক্ষ ও নিপুণ। কিন্তু মহান আল্লাহ যে কুরআন পেশ করলেন, কোন বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ওর কাছেই যেতে পারলনা। কুরআনুল হাকীমের বাক্যালংকার, শ্রুতিমধুরতা, সংক্ষেপণ, গভীরতা ও পূর্ণতা দেখে যারা ঈমান আনার তারা ঈমান আনল। তাঁরা নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কালাম হতে পারেনা।

মূসার (আঃ) যুগের যাদুকররা, যারা ছিল সেই যুগের সেরা যাদুকর, তারা মূসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপ দেখে সমস্বরে বলে উঠেছিল যে, মূসার (আঃ) লাঠির সাথে যাদুর কোনই সম্পর্ক নেই। এটা একমাত্র আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং মূসা (আঃ) যে আল্লাহর নাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ) এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে যুগে চিকিৎসা বিদ্যা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। এরূপ সময়ে ঈসার (আঃ) জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, এমন কি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মৃতকেও জীবিত করে তোলা এমনই এক চিকিৎসা ছিল, যার সামনে অন্যান্য চিকিৎসা ও ওষুধ ছিল মূল্যহীন। সুতরাং বুদ্ধিমানরা বুঝে নিলেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীকেই কোন না কোন মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ ঈমান আনত। আর আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী (কুরআন), যে অহী আল্লাহ আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, এর মাধ্যমে আমার অনুসারী তাঁদের অপেক্ষা বেশি হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ বরং তাদের মধ্যে কতকগুলো লোক, যারা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখেনা, ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা কোন দলীল আনতে পারেনি। এটা হচ্ছে তাঁদের মূর্খতা ও বোকামির কারণ। পূর্ববর্তী নাবীগণের উম্মাতেরাও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অতএব হে নাবী, তুমি লক্ষ্য কর! সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হল! তারা শুধুমাত্র বিরুদ্ধাচরণের মনোভাব নিয়ে এবং একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। সুতরাং হে অস্বীকারকারী কুরাইশরা! তোমরা এখন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম চিন্তা করে সাবধান হও যে, তোমাদের উপরও ঐ আযাব আপতিত হতে পারে। সেই যুগেও কিছু লোক ঈমান এনেছিল এবং কুরআনুল কারীম দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। অতএব তোমাকে

যাদের মাঝে পাঠানো হয়েছে তাদেরও কেহ কেহ ঈমান আনবে। পক্ষান্তরে কতক লোক ঈমান আনবেনা এবং তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ হে নাবী! কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তা তোমার রাব্ব ভালরূপেই অবগত আছেন। সুতরাং যে হিদায়াত লাভের যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করবেন, আর যে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন। এই কাজে তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ। তিনি মোটেই অত্যাচারী নন।

৪১। আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই।	٤١. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
৪২। আর তাদের কতক এমন আছে যারা তোমার (কথার) প্রতি কান পেতে রাখে। কিন্তু তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে, যদি তাদের বোধশক্তি না থাকে?	٤٢. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ
৪৩। আর তাদের কতক এমনও আছে যারা তোমাকে দেখছে; তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে, যদি তাদের অর্ন্তদৃষ্টি না থাকে?	٤٣. وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ

	كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ
৪৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুল্ম করেননা, বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে।	٤٤. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে বলেন ঃ যদি এই মুশরিকরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমিও তাদের থেকে নিজকে মুক্ত রাখ এবং স্পষ্টভাবে বলে দাও ঃ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি তোমাদের মা'বূদগুলোকে কখনই স্বীকার করবনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ. لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

বল ঃ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর। (সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১-২)

إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪) মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ কুরাইশদের মধ্যেই কতক লোক এমনও রয়েছে যে, তারা তোমার উত্তম কথা ও পবিত্র কুরআন পাঠ শুনে থাকে এবং তা তাদের হৃদয়গ্রাহী হয়। এটাই ছিল তাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর পরেও তারা সঠিক পথে আসেনা। তুমিতো বধিরদেরকে শোনাতে সক্ষম নও যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা গভীর দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাতে থাকে। তোমার নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র, সুন্দর অবয়ব এবং নাবুওয়াতের প্রমাণাদী (যার মাধ্যমে চক্ষুষ্মান লোকেরা

উপকৃত হতে পারে) স্বচক্ষে অবলোকন করে। কিন্তু এর পরেও কুরআনের হিদায়াত দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়না। কিন্তু মু'মিন লোকেরা যখন তোমার দিকে তাকায় তখন তারা অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায়। পক্ষান্তরে কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪১)

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি কারও প্রতি যুল্ম করেননা। তিনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন, অন্ধকে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন, বধিরকে শুনিয়ে দেন, হৃদয় থেকে কলুষতা দূর করেন। অন্য দিকে যাকে চান তার থেকে ঈমান সরিয়ে দিয়ে ধ্বংসের দিকে চালিত করেন।

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـــكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

এতদসত্ত্বেও তিনি ন্যায়বান, কারও প্রতি যুল্ম করেননা। কিন্তু বান্দা নিজেই নিজের উপর যুল্ম করে থাকে। তিনি সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী এবং ন্যায় পরায়ণ। তাঁর রাজত্বে তিনি রাজাধিরাজ, কেহ তাঁর কাজে বাধা দেয়ার নেই। আবূ যার (রাঃ) হতে হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুল্ম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের উপরও এটা হারাম করে দিলাম। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর যুল্ম করবেনা। তোমাদের কার্যাবলী আমি দেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব। যে ভাল প্রতিদান প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৪৫। আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পূর্ণ দিনের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল, এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনবে। বাস্ত	٤٥. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ	-বিকই ক্ষতিগ্রস্ত হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলনা।

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বনাম আখিরাতের জীবন

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ যে দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং লোকেরা নিজ নিজ কাবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, সেটা হবে খুবই ভয়াবহ দিন। সেই দিন মানুষ মনে করবে যে, দুনিয়ায় তারা এক দিনের কিছু অংশ মাত্র অবস্থান করেছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَ مَا يُوعَدُونَ لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ

যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৫) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوۡ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪৬)

يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِۚ وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَئِذٍ زُرۡقًا. يَتَخَٰفَتُونَ بَيۡنَهُمۡ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا عَشۡرًا. نَّحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذۡ يَقُولُ أَمۡثَلُهُمۡ طَرِيقَةً إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا يَوۡمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০২-১৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৫) এতে এ কথাই প্রমাণ করে যে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন কতই না ঘৃণ্য ও তুচ্ছ! আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

قَٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ. قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে! (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১২-১১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে। মাতা-পিতা ছেলেকে চিনবে এবং ছেলে মাতা-পিতাকে চিনবে, আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারবে যেমন তারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে চিনত। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১)

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১০)

আল্লাহ তা'আলার قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ *বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলনা।* এ উক্তিটি নিম্নের উক্তিটির মতই ঃ

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৫) কেননা তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ ও ক্ষতি আর কি হতে পারে যে, তারা কিয়ামাতের দিন নিজেদের সঙ্গী সাথীদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হবে এবং তাদের থেকে পৃথক থাকবে?

৪৬। আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর সামান্য অংশও তোমাকে দেখিয়ে দিই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।	٤٦. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
৪৭। প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসূল (বিচার দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা।	٤٧. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে অবাধ্যরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ হে রাসূল! তোমার মনে শান্তি আনার জন্য যদি তোমার জীবদ্দশায়ই তাদের (কাফিরদের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি, অথবা তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দেই, তাহলে জেনে রেখ যে, সর্বাবস্থায়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। যদি তুমি দুনিয়ায় বেঁচে না'ও থাক, তবুও তোমার পরে তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আমি নিজেই হব। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছে, যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল আসেন তখন ন্যায়ভাবে তাদের মীমাংসা করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৯৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) প্রত্যেক উম্মাতকে তাদের নাবীর বিদ্যমান অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। তাদের সাথে থাকবে তাদের ভাল বা মন্দ কাজের আমলনামা। এটা তাদের সাক্ষীরূপে কাজ করবে। মালাইকাও সাক্ষী হবেন যাদেরকে তাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। একের পর এক প্রত্যেক উম্মাতকে পেশ করা হবে। এই উম্মাত আখেরী উম্মাত হলেও কিয়ামাতের দিন এরাই প্রথম উম্মাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম এদের ফাইসালা করবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদিও আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরা হব সর্বপ্রথম। সমস্ত মাখলূকের পূর্বে আমাদেরই হিসাব নেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৯৫, মুসলিম ২/৫৮৫) এই উম্মাত এই মর্যাদা লাভ করেছে একমাত্র তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারাকাতে। সুতরাং কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৪৮। আর তারা বলে ঃ (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?	٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৪৯। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজের জন্যও কোন উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই, প্রত্যেক উম্মাতের (আযাবের) জন্য একটি নির্দিষ্ট	٤٩. قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ

সময় আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে, আর না অগ্রসর হতে পারবে।	ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
৫০। তুমি বলে দাও ঃ বল তো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব রাতে অথবা দিনে আসে তাহলে আযাবের মধ্যে এমন কোন্ জিনিস রয়েছে যা অপরাধীরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে?	٥٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ
৫১। তাহলে কি ওটা যখন এসেই পড়বে, তখন ওটা বিশ্বাস করবে? (বলা হবে) হ্যাঁ, এখন মেনে নিলে। অথচ তোমরা ওর জন্য তাড়াহুড়া করছিলে।	٥١. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ
৫২। অতঃপর যালিমদেরকে বলা হবে ঃ চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাক, তোমরাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল পাচ্ছ।	٥٢. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

অস্বীকারকারীরা কিয়ামাত দিবসকে ত্বরান্বিত করতে বলে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, এই মুশরিকরা শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছে এবং সময় আসার পূর্বেই যাচঞা করছে। এতে তাদের জন্য কোনই মঙ্গল নেই। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৮) এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়ে দিচ্ছেন ঃ

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

তুমি বল ঃ আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৮) আমি শুধু ঐটুকু বলি যেটুকু আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। যদি আমি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করি, তাহলে আমি ওর উপর সক্ষম নই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে তা প্রদান করেন। আমিতো শুধু তাঁর একজন বান্দা এবং তোমাদের কাছে প্রেরিত একজন দূত। আমি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করছি যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। কিন্তু এর সময় আমার জানা নেই। কারণ এটা আমাকে জানানো হয়নি। لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ প্রত্যেক কাওমের জন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ যখন ঐ সময় এসে যাবে তখন আর মুহূর্তকালও তারা পিছনে সরতে পারবেনা এবং সামনেও অগ্রসর হতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا

কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১১) কাফিরদের উপর আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ এসে যাবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কেই তাদেরকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

যদি রাতে বা

দিবাভাগে কোন এক সময় আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়ে, তখন কি করবে? কাজেই তাড়াহুড়া করছ কেন? যদি শাস্তি এসেই পড়ে তাহলে কি তখন ঈমান আনবে? তখন আর ঈমান আনয়নের সময় কোথায়? ঐ সময় তাদেরকে বলা হবে- যে শাস্তির জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছিলে, এখন এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। ঐ সময় তারা বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, শাস্তি এসে পড়লেই তারা বলবে ঃ

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) এ যালিমদেরকে বলা হবে ঃ

ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ এখন তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। কিয়ামাত দিবসে এভাবে তাদেরকে খুব ধমক দিয়ে এ কথা বলা হবে। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি

তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ করা অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৬)

৫৩। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা।	٥٣. وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
৫৪। আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের কাছে এই পরিমাণ (মাল) থাকে যে, তা সমগ্র পৃথিবীর সম পরিমাণ হয় তাহলে সে তা দান করেও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাবে; এবং যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখন (নিজেদের) অনুশোচনা প্রকাশ করতে সক্ষম হবেনা, আর তাদের ফাইসালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবেনা।	٥٤. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

প্রতিফল দিবস সত্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, দেহ মাটিতে পরিণত হওয়ার পর কিয়ামাতের দিন পুনরুত্থান কি সত্য? قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ তুমি তাদেরকে বলে দাও, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ! এটা সত্য। তোমাদের

মাটি হয়ে যাওয়া এবং এরপর তোমাদেরকে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমার রবের কাছে খুবই সহজ কাজ। তিনিতো তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্বহীন থেকে।

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২) এইরূপ শপথযুক্ত আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর মাত্র দুই জায়গায় রয়েছে। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম করছেন যে, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কাছে তিনি যেন শপথ করে বর্ণনা করেন। সূরা সাবায় রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ

কাফিরেরা বলে ঃ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩) সূরা তাগাবুনে রয়েছে ঃ

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন কাফিরেরা কামনা করবে যে, যমীন ভর্তি সোনার বিনিময়ে হলেও তারা যদি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারত!

وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন নিজেদের মনস্তাপকে গোপন রাখবে। তবে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা ইনসাফের সাথেই করা হবে। তাদের প্রতি মোটেই কোন অবিচার করা হবেনা।

৫৫। সাবধান! আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর; সাবধান! আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করেনা।	٥٥. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৫৬। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٥٦. هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মালিক। তাঁর অঙ্গীকার সত্য এবং অবশ্য অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তাঁরই কাছে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি এর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সমুদ্রে, প্রান্তরে এবং বিশ্বের সর্বত্র যে কোন জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ কি রূপ পরিবর্তন লাভ করে তিনি তা জানেন।

৫৭। (হে মানব জাতি!) তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে এমন বিষয় সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নাসীহাত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শক ও রাহমাত।	٥٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
৫৮। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর এই দান ও রাহমাতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ)	٥٨. قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ

হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।	فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

কুরআন হচ্ছে উপদেশ, আরোগ্যকারী এবং সুসংবাদদাতা

বান্দার উপর স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ হে লোকসকল! তোমাদেরকে যে পবিত্র গ্রন্থটি (কুরআনুল কারীম) দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে নাসীহাতের একটি ভান্ডার যা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ এটা তোমাদের অন্তরের সমস্ত রোগের আরোগ্য দানকারী। وَهُدًى وَرَحْمَةٌ এটা তোমাদের অন্তরের সন্দেহ, সংশয়, কালিমা ও অপবিত্রতা দূরকারী। আরও দূরকারী অন্তরের কালিমা ও শির্ক। এর মাধ্যমে তোমরা মহান আল্লাহর হিদায়াত ও রাহমাত লাভ করতে পারবে। কিন্তু এটা লাভ করবে একমাত্র তারাই যারা এর উপর এবং এতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার উপর বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

قُلْ بِفَضْلِ اللّه وَبِرَحْمَتِه فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ সুতরাং এটা নিয়ে তোমরা খুশি হয়ে যাও। আর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যেসব ভোগ্য

বস্তু তোমরা লাভ করেছ সেগুলো অপেক্ষা কুরআনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম বস্তু।

৫৯। তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ?	٥٩. قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ
৬০। আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের কিয়ামাতের দিন সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের উপর আল্লাহর খুবই অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।	٦٠. وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি যাকে মনোনীত করেন সে ছাড়া আর কারও কোন কিছু অনুমোদনের অধিকার নেই

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, মুশরিকরা কতকগুলো জন্তুকে 'বাহিরাহ' 'সাইবাহ' এবং 'ওয়াসিলাহ' নামে নামকরণ করে কোনটাকে নিজেদের উপর হালাল এবং কোনটাকে হারাম করে

নিত, এখানে এটাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। (তাবারী ১৫/১১২, ১১৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) মালিক ইব্‌ন নাযলাহ (রাঃ) কৃত একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। ঐ সময় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল ছিলনা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমার কি কোন ধন-সম্পদ নেই?' আমি উত্তরে বললাম ঃ হ্যাঁ আছে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ 'কি সম্পদ আছে?' আমি জবাব দিলাম ঃ সর্বপ্রকারের সম্পদ রয়েছে। যেমন উট, দাসদাসী, ঘোড়া এবং বকরী। তখন তিনি বললেন ঃ 'যখন তিনি তোমাকে মালধন দান করেছেন তখন তিনি তার নিদর্শন তোমার উপর দেখতে চান।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়। ওর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল ও নিখুঁত হয়। অতঃপর তোমরাই চাকু দিয়ে ওর কান কেটে দাও। আর এটাকে বল 'বাহায়ির'। আর তোমরা ওর চামড়া চিরে দাও এবং ওকে বলে থাক 'সারম'। তোমরা এগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নাও এবং পরিবারবর্গের জন্যও, এটা সত্য নয় কি?' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, সত্য। এরপর তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা সব সময়ের জন্য হালাল। কখনও তা হারাম হতে পারেনা। আল্লাহর হাত তোমাদের হাত অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। আল্লাহর চাকু তোমাদের চাকু অপেক্ষা বহুগুণে তীক্ষ্ণ।' (আহমাদ ৩/৪৭৩, ৪/১৩৬)

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি নিজের কঠিন অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করছেন, যারা তাঁর হালালকে নিজেদের উপর হারাম করে এবং তাঁর হারামকে নিজেদের জন্য হালাল বানায়। আর এটা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত মত ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করেই করে থাকে, যার কোন দলীল নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামাত দিবসের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন ঃ

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব এ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?

إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। কারণ তিনি তাদের পাপের কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে সংশোধনের সুযোগ দিচ্ছেন। (তাবারী ১৫/১১৩) আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি, এটাও উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। কেননা তিনি দুনিয়ায় তাদের জন্য এমন বহু জিনিস হালাল করেছেন, যেগুলি পেয়ে তারা আনন্দিত হয় এবং তাদের জন্য সেগুলি উপকারী। পক্ষান্তরে তিনি মানুষের জন্য এমন জিনিস হারাম করেছেন, যেগুলো তাদের জন্য সরাসরি ক্ষতিকর ছিল। এটা হয় দীনের দিক দিয়েই হোক, না হয় দুনিয়ার দিক দিয়েই হোক। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। তারা আল্লাহর দেয়া নি'আমাতগুলি নিজেদের উপর হারাম করে নিচ্ছে এবং নাফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করছে। এটা এ রূপে যে, নিজেদের পক্ষ থেকে কোন জিনিস হালাল করছে এবং কোন জিনিস হারাম করছে। মুশরিকরা এটাকে নিজেদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেছে এবং একরূপ পন্থাই বানিয়ে নিয়েছে। যদিও আহলে কিতাবের মধ্যে এটা ছিলনা, কিন্তু এখন তারাও এই বিদ'আত চালু করে দিয়েছে।

৬১। আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর; কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে, আর তা হতে

٦١. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ

ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।	ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর জ্ঞানগোচরে রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার উম্মাত এবং সমস্ত মাখলূকের সমুদয় অবস্থা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে অবহিত রয়েছেন। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও, তা যতই নগণ্য হোক না কেন, কিতাবে মুবীন অর্থাৎ ইলমে ইলাহীতে বিদ্যমান রয়েছে।

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) বৃক্ষ, জড় পদার্থ এবং প্রাণীসমূহের গতির খবর তিনিই রাখেন।

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮) সমুদয় বস্তুর গতিরও জ্ঞান যখন তাঁর রয়েছে, তখন যে মানুষ ইবাদাতের জন্য

আদিষ্ট, তাদের গতি ও আমলের জ্ঞান তাঁর কেন থাকবেনা? তিনিই প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার জামিন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) তাহলে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে বিচরণকারী সমুদয় প্রাণীরই খবর যখন তিনি রাখেন তখন তাঁর ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট মানুষের খবর যে তিনি রাখবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই? যেমন তিনি বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ. ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ

তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৭-২১৯) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ যে অবস্থায়ই তোমরা থাক, কুরআন পাঠ কর কিংবা অন্য যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদেরকে দেখছি এবং সবকিছুই শুনছি। এ কারণেই যখন জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি বলেন ঃ '(ইহ্সানের অর্থ এই যে) এমনভাবে তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যেহেতু তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছনা, কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন (এরূপ বিশ্বাস রাখবে)।' (মুসলিম ১/৩৭)

৬২। মনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে।	٦٢. أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৬৩। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং (পাপ হতে) পরহেয করে থাকে।	٦٣. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ
৬৪। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও। আল্লাহর বাক্যসমূহে কোন পরিবর্তন হয়না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।	٦٤. لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

কারা আল্লাহর আউলিয়া

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর বন্ধু হচ্ছে ঐ লোকগুলি যারা ঈমান আনার পর পরহেযগারীও অবলম্বন করে। সুতরাং যারা পরহেযগার ও আল্লাহভীরু তারাই আল্লাহর বন্ধু। যখন তারা পারলৌকিক অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন তারা মোটেই ভয় পাবেনা। আর দুনিয়ায়ও তারা কোন দুঃখ ও চিন্তায় পরিবেষ্টিত হবেনা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা নাবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে নাবী ও শহীদগণ ঐ লোকদেরকে ভাগ্যবান মনে করবেন।' জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা, যাদেরকে আমরাও ভালবাসতে পারি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা শুধু আল্লাহর মহব্বতে একে অপরকে মহব্বত করেছে (ভালবেসেছে)। তাদের মধ্যে নেই কোন মালের সম্পর্ক এবং নেই কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাদের মুখমন্ডল হবে নূরানী (উজ্জ্বল) এবং তারা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। সেদিন যখন মানুষ ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবেনা এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে তখনও তাদের কোন দুঃখ-

চিন্তা থাকবেনা।' অতঃপর তিনি পাঠ করলেন ঃ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। (আবূ দাঊদ ৩৫২৭, তাবারী ১৫/১২০)

সত্য খবর সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয়

উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ এই আয়াতে আখিরাতের সুসংবাদতো হচ্ছে জান্নাত, কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?' উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'সত্য স্বপ্ন, যে স্বপ্ন কেহ দেখে বা তার সম্পর্কে কেহকে স্বপ্ন দেখানো হয়। আর এই সত্য স্বপ্নও হচ্ছে নাবুওয়াতের সত্তর বা চুয়াল্লিশটি অংশের একটি অংশ।' (তাবারী ১৫/১৩২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ ভাল কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে তার ব্যাপারে বলবেন কী?।' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটিতো মুসলিমদের জন্য শুভ সংবাদ যা আগেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। (আহমাদ ৫/১৫৬, মুসলিম ৪/২০৩৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এটাতো তাদের জন্য বর্তমান দুনিয়ায়ই একটি শুভ সংবাদ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ শুভ স্বপ্নের মাধ্যমে মু'মিনরা যে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় তা নাবুওয়াতের উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল স্বপ্ন দেখবে সে যেন অন্যদের কাছে তা বর্ণনা করে। আর যে খারাপ স্বপ্ন দেখবে যা সে পছন্দ করেনা, ওটা তাকে দুঃখ দেয়ার জন্য শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তখন ঐ ব্যক্তির উচিত, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করে এবং জনগণের কাছে তা প্রকাশ না করে।' (আহমাদ ৫/২১৯)

কথিত আছে যে, উত্তম স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শুভ সংবাদ। মু'মিনের মৃত্যুর সময় মালাইকা তাকে জান্নাত ও মাগফিরাতের শুভ সংবাদ দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى

ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩০-৩২)

বারা'র (রাঃ) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন উজ্জ্বল চেহারা ও সাদা পোশাক বিশিষ্ট মালাক/ফেরেশতা তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন ঃ 'হে পবিত্র আত্মা! শান্তি ও সুখময় খাদ্যের দিকে বেরিয়ে এসো এবং তোমার রবের কাছে চল যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। তখন তার মুখ দিয়ে এমনভাবে আত্মা বেরিয়ে আসে যেমনভাবে মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে।' (আহমাদ ৪/২৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা এবং মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে ঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

সেদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডান পাশে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১২)

৬৫। আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলি বিষণ্ন না করে। সকল ক্ষমতা এবং ইয্যাত আল্লাহরই জন্য; তিনি শোনেন, জানেন।	٦٥. وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
৬৬। মনে রেখ, যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, এই সমস্তই আল্লাহর। আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরীকদের ইবাদাত করে তারা কোন্ বস্তুর অনুসরণ করছে? তারা শুধু অবাস্তব খেয়ালের তাবেদারী করে চলছে এবং শুধু অনুমান প্রসূত কথা বলছে।	٦٦. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
৬৭। তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর। আর দিনকেও এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তা হচ্ছে	٦٧. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ

দেখাশোনার উপকরণ। ওতে (তাওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে তাদের জন্য যারা শোনে।	لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

সর্বময় ক্ষমতা এবং সম্মান একমাত্র আল্লাহর, তাঁরই হাতে বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, وَلَا يَحْزُنكَ মুশরিকদের বিভিন্ন মন্তব্য যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। তাদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁরই উপর নির্ভরশীল হও। إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا সর্বপ্রকারের সম্মান ও বিজয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্য। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। মুশরিকরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছে সেগুলো তাদের ক্ষতি ও লাভ কিছুই করতে সক্ষম নয়। আর তাদের পূজা করার যুক্তিসম্মত কোন দলীলও নেই। এই মুশরিকরাতো শুধু মিথ্যা, অযৌক্তিক ও অনুমান প্রসূত মতেরই অনুসরণ করছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তারা সারা দিনের শ্রান্তি ও ক্লান্তির পর আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারে। আর তিনি দিনকে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশে উজ্জ্বল করেছেন। তারা দিনে সফর করে থাকে এবং আলোকের মধ্যে তাদের জন্য আরও অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ যারা উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করে তাদের জন্য এই আয়াতগুলির মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে। এগুলি সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

৬৮। তারা বলে ঃ আল্লাহর সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ!	٦٨. قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ

তিনিতো কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁরই অধীনে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। তোমাদের কাছে এর (উক্ত দাবীর) কোন প্রমাণও নেই; আল্লাহ সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছ যা তোমাদের জানা নেই?	سُبْحَٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ بِهَٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
৬৯। তুমি বলে দাও ঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা।	٦٩. قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
৭০। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।	٧٠. مَتَٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি হতে আল্লাহ মুক্ত

وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকে তিরস্কার করছেন যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। বরং তিনি সমস্ত জিনিস থেকেই অমুখাপেক্ষী। দুনিয়ায় যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে,

সবকিছুই তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার কাঙ্গাল ও একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। যমীন, আসমান ও এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তাহলে তিনি নিজেরই বান্দা বা দাসকে কিরূপে সন্তান বানাতে পারেন? কাফির ও মুশরিকদের কাছে এই মিথ্যা ও অপবাদমূলক কথার কোনই প্রমাণ নেই। এটা মুশরিকদের জন্য কঠিন সতর্কতামূলক উক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫) এরপর মহান আল্লাহ এই অপবাদ প্রদানকারী কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা দীন ও দুনিয়া কোথাও মুক্তি পাবেনা। কিন্তু দুনিয়ায় যে তাদেরকে কিছু ভোগ্য বস্তু প্রদান করা হচ্ছে তা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন, যেন তারা দুনিয়ার নগণ্য ভোগ্য বস্তু দ্বারা কিছুটা উপকার লাভ করে।

ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ অতঃপর তাদেরকে ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত করা হবে। এই দুনিয়াতো তাদের জন্য অল্প কয়েক দিনের সুখের জায়গা। এরপর তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) এটা হবে তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং কুফরীর কারণে।

৭১। আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শোনাও, যখন সে নিজের কাওমকে বলল ঃ হে আমার কাওম! যদি তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলীর নাসীহাত করা, তাহলে আমারতো আল্লাহরই উপর ভরসা। সুতরাং তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তাদবীর মযবূত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তাদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেল, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা।	٧١. وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ نُوحٍ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُمۡ غُمَّةٗ ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ
৭২। অতঃপর যদি তোমরা পরোম্মুখই থাক তাহলে আমিতো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।	٧٢. فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

৭৩। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে; অতএব আমি তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম ও তাদেরকে আবাদ করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম। সুতরাং দেখ কি পরিণাম হয়েছিল তাদের যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল।	٧٣. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! মাক্কার কাফিরদেরকে, যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরোধিতা করছে তাদেরকে নূহ এবং তার কাওমের ঘটনা শুনিয়ে দাও। তারা তাদের নাবীকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছিলেন এবং তাদের সকলকে কিভাবে পানিতে ডুবিয়ে দেন! যাতে পূর্ববর্তীদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে এ লোকগুলো সতর্ক হয়ে যায় যে, না জানি তাদেরকেও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। ঘটনা এই যে, নূহ (আঃ) যখন তাঁর কাওমকে বললেন ঃ

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ যদি তোমাদের কাছে আমার বসবাস করা এবং সঠিক পথে আনার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দান তোমাদের নিকট ভারী বোধ হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আমি একে মোটেই গ্রাহ্য করিনা। আমি শুধু আল্লাহর উপর নির্ভর করছি। তোমাদের কাছে কঠিন বোধ হোক বা না'ই হোক, আমি আমার প্রচার কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারবনা। তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছ, অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগুলো,

সবাই এক হয়ে যাও এবং নিজেদের চেষ্টার কোনই ত্রুটি না করে সবদিক দিয়ে নিজেদেরকে দৃঢ় করে নাও।

... فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

অতঃপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, তোমরাই হক পথে রয়েছ তাহলে আমার ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেল এবং আমাকে এক ঘন্টাও অবকাশ দিওনা। সাধ্যমত তোমরা সবকিছুই করতে পার। তথাপি জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে আমি পরওয়া করিনা এবং ভীতও নই। কেননা আমি জানি যে, তোমাদের অনুমানের ভিত্তি কোন কিছুরই উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।' হুদ (আঃ) স্বীয় কাওমকে এরূপই বলেছিলেন ঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬)

সমস্ত নাবী-রাসূলগণের একই দীন/ধর্ম 'ইসলাম'

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ যদি তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করে আমার দিক থেকে সরে পড় তাহলে এমনতো নয় যে, তোমাদের কাছে আমার কিছু পাওয়ার আশা ছিল, যা নষ্ট হওয়ার কারণে আমার দুঃখ হবে। আমি যে তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাচ্ছিনা। আমাকে বিনিময় প্রদান করবেন আল্লাহ। আমার প্রতি এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন সর্বপ্রথম ঈমান আনি। আর আমার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, আমি যেন ইসলামের আহকাম কার্যকর করি। কেননা

প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবীর দীন ইসলামই বটে। আইন ও পন্থা পৃথক হলেও তাওহীদের শিক্ষাতো একই।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) এই নূহ (আঃ) বলেন ঃ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই। ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল ঃ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩১-১৩২) নাবী ইউসুফও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১) মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৪) মূসার (আঃ) যুগের যাদুকরগণ বলেছিল ঃ

رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন! (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৬) বিলকিস বলেছিল ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي وَأَسۡلَمۡتُ مَعَ سُلَيۡمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্ম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ

আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ মুসলিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১১) সর্বশেষ নাবী, মানব নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬২-১৬৩) তিনি বলেন ঃ 'আমরা নাবীগণের দল যেন বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সবারই পিতা একজন এবং মাতা পৃথক পৃথক। আমাদের সবারই দীন একই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) অর্থাৎ তা হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করা।

শাইতানী কাজ এবং উহার পরিণাম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ আমি নূহকে এবং তার অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে যমীনের উপর প্রতিনিধি বানিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে যারা তাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। দেখ, হতভাগাদের পরিণাম কি হয়েছিল! হে মুহাম্মাদ! দেখ, আমি মু'মিনদেরকে কিরূপে মুক্তি দিয়েছি এবং নাফরমানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছি!'

৭৪। আবার আমি তার পরে অপর রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম। তারা তাদের নিকট মু'জিযা'সমূহ নিয়ে এলো। এতদসত্ত্বেও তারা পূর্বে যা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল পরে তা মেনে নেয়ার ছিলনা; এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন।	٧٤. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নূহের পর অন্যান্য রাসূলদেরকেও তাদের কাওমের নিকট দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসহ পাঠিয়েছিলাম। فَمَا كَانُوا۟

لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ কিন্তু তারা পূর্বে যেভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকল। তারা পূর্ববর্তী রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে পাপীতো হয়েছিলই, তদুপরি এই রাসূলদের উপরও ঈমান আনলনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ

এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্ত রসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন। অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অনুরূপভাবে ঐ পথভ্রষ্টদের পরবর্তী অনুসরণকারীদের অন্ত রসমূহের উপরও আমি মোহর লাগিয়ে দিব। এটা নূহের (আঃ) পরবর্তী লোকদের বর্ণনা। যে জাতিই তাদের রাসূলকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছেন এবং ঈমান আনয়নকারীদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আসলে আদমের (আঃ) পরের যুগের লোকেরা ইসলামের উপরই কায়েম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট নূহকে (আঃ) প্রেরণ করেন। এ কারণেই কিয়ামাতের দিন মু'মিনরা নূহকে (আঃ) বলবে ঃ 'আপনি হচ্ছেন দুনিয়ায় প্রেরিত প্রথম নাবী।'

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) মাঝে দশটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১০১) তারা সবাই ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ

নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আরাবের সেই মুশরিকদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছিল। পূর্ববর্তী নাবীদেরকে অবিশ্বাসকারীদের শাস্তির কথা যখন আল্লাহ তা'আলা এভাবে উল্লেখ করলেন, তখন কুরাইশরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

অবিশ্বাস করছে, এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারাতো আরও বেশি পাপে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নাবী! তাঁর পরে না আর কোন নাবী আসবেন যে, তারা হিদায়াত লাভের আরও কোন সুযোগ পাবে।

৭৫। অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারুণকে আমার মু'জিযা সহকারে ফির'আউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠালাম, অতঃপর তারা অহংকার করল, আর সেই লোকগুলি ছিল পাপাচারী পরায়ণ।	٧٥. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِـَٔايَـٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
৭৬। অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌঁছল তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু।	٧٦. فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ
৭৭। মূসা বলল ঃ তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছল? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররাতো সফলকাম হয়না!	٧٧. قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ
৭৮। তারা বলতে লাগল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরীকা হতে, যাতে	٧٨. قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ

আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনও মানবইনা।	لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ

মূসা (আঃ) এবং অভিশপ্ত ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ এই রাসূলদের পরে আমি ফির'আউন ও তার দলবলের কাছে মূসা ও হারুণকে পাঠালাম এবং তাদের সাথে আমার নিদর্শনাবলী, দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসমূহও ছিল। কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ কাওম সত্যের অনুসরণ ও আনুগত্য অস্বীকার করে বসে। যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য বিষয়গুলি পৌঁছে গেল তখন তারা কোন চিন্তা না করেই বলতে লাগল ঃ

هَـــذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা যেন নিজেদের অবাধ্যতার উপর শপথই করে বসেছিল। অথচ তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস ছিল যে, তারা যা কিছু বলছে প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) মূসা (আঃ) তাদের দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন ঃ

أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَـــذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا সত্য যখন তোমাদের কাছে এসে গেছে তখন তোমরা বলছ যে, এটা যাদু ছাড়া কিছুই নয়। অথচ যাদুকররাতো কখনও কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখাতে পারেনা।

ঐ অবাধ্যরা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ হে মূসা! আপনিতো আমাদের কাছে এ জন্যই এসেছেন যে, আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিবেন, অতঃপর শ্রেষ্ঠত্ব, রাজত্ব এবং বিজয় গৌরব সবই হয়ে যাবে আপনার ও আপনার ভাই হারুণের (আঃ) জন্য।

৭৯। এবং ফির'আউন বলল ঃ আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরদের উপস্থিত কর।	٧٩. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ
৮০। অতঃপর যখন যাদুকররা এলো, তখন মূসা তাদেরকে বলল ঃ নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।	٨٠. فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ
৮১। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল ঃ যাদু এটাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেননা।	٨١. فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ
৮২। আর আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।	٨٢. وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ

মূসা (আঃ) এবং যাদুকরদের ঘটনা

মহান আল্লাহ যাদুকর ও মূসার (আঃ) কাহিনী সূরা আ'রাফে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর এই সূরায় এবং সূরা তাহা ও সূরা শুআরায়ও এটা বর্ণিত হয়েছে। অভিশপ্ত ফির'আউন তার যাদুকরদের বাজে কথন এবং প্রতারণামূলক কলাকৌশলের মাধ্যমে মূসার (আঃ) সুস্পষ্ট সত্যের মুকাবিলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে উল্টা। অভিশপ্ত ফির'আউন বিফল মনোরথ হয় এবং সাধারণ সমাবেশে আল্লাহ তা'আলার দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসমূহ জয়যুক্ত হয়।

وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

যাদুকরেরা তখন সাজদাবনত হল। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারুণের রবের প্রতি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২০-১২২) ফির'আউনের বিশ্বাস ছিল যে, সে যাদুকরদের সাহায্যে আল্লাহর রাসূলের উপর বিজয় লাভ করবে। কিন্তু সে অকৃতকার্য হয় এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

ফির'আউন নির্দেশ দিয়েছিল ঃ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে যেন যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। ঐ যাদুকররা মূসাকে (আঃ) বলে ঃ 'আপনি যে কাজ করতে চান তা করে ফেলেন।' তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, ফির'আউন তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিল ঃ তোমরা যদি বিজয় লাভ করতে পার তাহলে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং তোমাদেরকে বড় ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে।

قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. قَالَ بَلْ أَلْقُواْ

তারা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫-৬৬) মূসা (আঃ) চেয়েছিলেন যে, যাদুকরেরা আগে তাদের যাদু প্রকাশ করুক। এরপর তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযা প্রকাশ করবেন যাতে উপস্থিত জনতার কাছে সত্য প্রকাশ পায় এবং সবাই যাদুকরদের ভেল্কিবাজী বুঝতে পারে। তাই মূসা (আঃ)

বললেন ঃ তোমরাই প্রথমে তোমাদের কলাকৌশল প্রদর্শন কর। যাদুকরেরা তাদের যাদুর দড়িগুলো নিক্ষেপ করল এবং জনগণের চোখে যাদু লাগিয়ে দিল। তাদের দড়িগুলো সাপ হয়ে গেল, ফলে জনগণ ভয় পেয়ে গেল। তারা মনে করল যে, যাদুকরেরা বড় রকমের যাদু পেশ করেছে। মূসাও (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

ভয় করনা, তুমি প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৭-৬৯) এ অবস্থায় মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ এটাতো তোমাদের যাদুর খেলা। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাদের এ কাজকে মিথ্যা প্রমাণিত করবেন।

৮৩। বস্তুতঃ মূসার প্রতি তার স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে (প্রথমে) শুধু অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল, তাও ফির'আউন ও তার প্রধানবর্গের এই ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে; আর বাস্তবিক পক্ষে ফির'আউন সেই দেশে (রাজ্য) ক্ষমতা রাখত, আর এটাও ছিল যে, সে (ন্যায়ের) সীমাতিক্রম করে ফেলতো।	٨٣. فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ

ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েকজন যুবক মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ মূসা (আঃ) যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পেশ করলেন, তখন ফির‘আউনের কাওমের লোকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান আনলো। ঈমান আনয়নকারী নবযুবকদের এই ভয় ছিল যে, ফির‘আউন জোরপূর্বক তাদেরকে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিবে। কেননা ফির‘আউন ছিল বড়ই দাম্ভিক, ধূর্ত ও উদ্ধত। তার কাওম তাকে অত্যধিক ভয় করত। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল ছাড়া অন্যান্যদের মধ্য থেকে শুধু ফির‘আউনের স্ত্রী, তার কোষাধ্যক্ষ এবং তার স্ত্রী, এই অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল। (তাবারী ১৫/১৬৪)

বানী ইসরাঈলের সবাই মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল এবং তাদেরকে সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল। তারা মূসার (আঃ) গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। পবিত্র গ্রন্থাবলী হতে তারা এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ফির‘আউনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার উপর তাদেরকে করবেন জয়যুক্ত। আর এ কারণেই ফির‘আউন যখন এ খবর জানতে পারল তখন থেকে সে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগল। মূসা (আঃ) যখন তার কাছে প্রচারক হয়ে এলেন তখন সে বানী ইসরাঈলের উপর যুল্‌ম করতে শুরু করে।

قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বলল ঃ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফির‘আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল ঃ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১২৯) পরবর্তী বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বানী ইসরাঈলের সবাই মু’মিন ছিল।

৮৪। আর মূসা বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও।	٨٤. وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ
৮৫। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা,	٨٥. فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَا رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةً لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
৮৬। আর আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন।	٨٦. وَنَجِّنَا بِرَحۡمَتِكَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ

মূসা (আঃ) তার লোকদেরকে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেন قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেই থাক তাহলে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা কর। আল্লাহ তা'আলা ভরসাকারীদের যিম্মাদার হয়ে যান।

أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬)

وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা ইবাদাত ও তাওয়াক্কুলকে এক জায়গায় মিলিয়ে বলেছেন। যেমন বলেন ঃ

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৯)

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্‌যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রতিটি সালাতে কয়েক বার বলে ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫) বানী ইসরাঈল মূসার (আঃ) কথা মেনে নেয় এবং বলে ঃ

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা। অর্থাৎ আমাদের উপর তাদেরকে সফলতা দান করবেননা। তা না হলে তারা ধারণা করবে যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং বানী ইসরাঈল বাতিল পথে রয়েছে। ফলে তারা আমাদের উপর আরও বেশি যুল্‌ম করবে। হে আমাদের রাব্ব! ফির'আউনের লোকদের হাতে আমাদের শাস্তি দিবেননা এবং নিজের শাস্তিতেও আমাদেরকে জড়িত করবেননা। নতুবা ফির'আউনের কাওম বলবে যে, যদি লোকগুলো সত্যের উপরই থাকত তাহলে কখনও আযাবে জড়িত হতনা এবং আমরা (ফির'আউনের কাওম) তাদের উপর জয়যুক্ত হতামনা।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ হে আল্লাহ! আপনার রাহমাত ও ইহসানের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাফির কাওম হতে মুক্তি দিন। এরা হল কাফির, আর আমরা হলাম মু'মিন। আমরা আপনারই উপর ভরসা রাখি।

৮৭। আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি অহী পাঠালাম ঃ তোমরা উভয়ে তোমাদের এই লোকদের জন্য মিসরে বাসস্থান বহাল রাখ, আর (সালাতের সময়) তোমরা সবাই নিজেদের সেই গৃহগুলিকে সালাত আদায় করার স্থান রূপে গণ্য কর এবং সালাত কায়েম কর, আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।	٨٧. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

বানী ইসরাঈলকে গৃহে বসে ইবাদাত করতে বলা হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ফির'আউন হতে মুক্তি দেয়ার কারণ বর্ণনায় বলেন ঃ মূসা ও হারুনকে আমি হুকুম করলাম, তোমরা তোমাদের কাওমকে মিসরে অবস্থান করতে বল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন কর।

وَاجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً এর ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বানী ইসরাঈলের লোকেরা এই আশংকা করছিল যে, তারা যদি তাদের ইবাদাতখানায় একত্রে ইবাদাত করে তাহলে ফির'আউন তাদেরকে হত্যা করবে। তাদেরকে বলা হল যে, তারা যেন তাদের বাসগৃহে অবস্থান করেই ইবাদাত করে। তাদের ঘরগুলি থাকবে কিবলাহর দিকে মুখ করা এবং তারা ইবাদাত করবে সংগোপনে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩-১৭৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল এই ভয় করত যে, যদি তারা মাসজিদে সালাত আদায় করে তাহলে ফির'আউন তাদেরকে হত্যা করবে। এ জন্যই তাদের বাড়িগুলি কিবলাহমুখী করে তৈরী করার আদেশ দেন এবং তাদেরকে গোপনে বাড়ীতে সালাত আদায় করার

অনুমতি দেয়া হয়। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً এর অর্থ হচ্ছে, যেন একটি অপরটির সামনে থাকে।

৮৮। আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির'আউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে, হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে।	٨٨. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلاً فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ
৮৯। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু'আ কবূল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ়তার সাথে তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই।	٨٩. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

মূসা (আঃ) ফির'আউন এবং তার গোত্র-প্রধানদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফির'আউন ও তার দলবল যখন সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং নিজেদের ভ্রান্তি ও কুফরীর উপরই কায়েম থাকল এবং যুল্ম ও ঔদ্ধত্যপনা অবলম্বন করল, তখন মূসা (আঃ) আল্লাহকে বললেন ঃ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির'আউন ও তার লোকদেরকে দুনিয়ার শান-শওকত এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন। এর ফলে তারা আরও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। لِيَضِلُّوْا অর্থাৎ ى-কে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে- হে আল্লাহ! আপনি ফির'আউনকে এই নি'আমাতগুলি দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনি জানেন যে, সে ঈমান আনবেনা। সুতরাং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হবে। আর لِيُضِلُّوْا অর্থাৎ ى-কে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, হে আল্লাহ! আপনার ফির'আউনকে দেয়া নি'আমাতগুলি দেখে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। আপনি যখন তাকে সুখে শান্তিতে রেখেছেন, তখন ফল যেন এটাই দাঁড়াবে যে, লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং হে আল্লাহ! তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দিন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন আল্লাহ ফির'আউনীদের সম্পদ ধ্বংস করেন। (তাবারী ১৫/১৮১) যাহহাক (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবীয়া ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ধন সম্পদকে খোদাই করা পাথরে রূপান্তরিত করেন। (তাবারী ১৫/১৮০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ এটা মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) ভাষায় উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন। فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ যেন তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফির'আউন ও তার কাওমের বিরুদ্ধে এই দু'আ করেছিলেন। এ ব্যাপারে মূসার (আঃ) দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মেছিল যে, তাদের মধ্যে সংশোধনের কোন যোগ্যতাই নেই। কাজেই তাদের নিকট থেকে কল্যাণের কোন আশাই করা যায়না। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

নূহ আরও বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৬-২৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁর ভাই হারুণ (আঃ) তাতে আমীন বলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা কবূল করা হল এবং ফির'আউনীদের ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا হে মূসা ও হারুন! তোমাদের প্রার্থনা কবূল করা হল। **قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا** তোমরাও আমার হুকুমের উপর সোজা ও দৃঢ় থাক এবং তা কার্যকর কর।

৯০। আর আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফির'আউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল যুল্ম ও নির্যাতনের উদ্দেশে; এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।	٩٠. وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ

	وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
৯১। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।	٩١. ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ
৯২। অতএব আমি আজ তোমার লাশকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।	٩٢. فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ

বানী ইসরাঈলের মুক্তি এবং ফির'আউনদের সলীল সমাধি

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউন ও তার সৈন্যদের নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। বানী ইসরাঈল যখন মূসার (আঃ) সাথে মিসর হতে যাত্রা শুরু করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ। বানী ইসরাঈল ফির'আউনের কাওম কিবতীদের নিকট থেকে বহু অলংকার ঋণ স্বরূপ নিয়েছিল এবং সেগুলো নিয়েই তারা মিসর হতে বেরিয়ে পড়ে। ফলে ফির'আউনের ক্রোধ খুবই বেড়ে যায়। তাই সে তার কর্মচারীদেরকে তার দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করে যে, তারা যেন একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে। সুতরাং তার আদেশ মোতাবেক এক বিরাট বাহিনী গঠিত হয় এবং তা নিয়ে সে বানী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যাতে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। অতএব ফির'আউনের রাজ্যে যতগুলো ধনাঢ্য ও সম্পদশালী লোক ছিল কেহই তার সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বাদ রইলনা। তারা সবাই ফির'আউনের সাথে বেরিয়ে পড়ল। সকালেই তারা বানী ইসরাঈলের নাগাল পেয়ে গেল।

فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

অতঃপর যখন দু' দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি! (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬১) এটা ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন বানী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ফির'আউন ও তার বাহিনী তাদের পিছনেই ছিল। উভয় দল প্রায় মুখোমুখি পর্যায়ে পৌঁছল। মূসার (আঃ) লোকেরা তাঁকে বারবার বলতে লাগল ঃ 'এখন উপায় কি হবে? মূসা (আঃ) বললেন ঃ

قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ

(মূসা) বলল ঃ কক্ষণই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬২) আমাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন নদীতে রাস্তা করে দিই। আমরা কখনও ধরা পড়বনা। আমার রাব্বই আমার পরিচালক। যখন নৈরাশ্য শেষ সীমায় পৌঁছে গেল তখন মহান আল্লাহ নৈরাশ্যকে আশায় পরিবর্তিত করলেন। মূসাকে (আঃ) তিনি হুকুম করলেন ঃ 'তোমার লাঠি দ্বারা নদীর পানিতে আঘাত কর।' মূসা (আঃ) তাই করলেন। তখন নদীর পানি বারোটি ভাগ হয়ে গেল। পানির প্রতিটি ভাগ এক একটি উঁচু পাহাড়ের রূপ ধারণ করল। নদীতে বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। বানী ইসরাঈলের প্রত্যেক দলের জন্য হয়ে গেল একটি করে রাস্তা। নদীর মধ্যভাগের সিক্ত মাটিকে শুষ্ক করার জন্য বাতাসকে আদেশ করলেন এবং হাওয়া তৎক্ষণাৎ মাটি শুকিয়ে দিল। ফলে রাস্তা চলাচলের যোগ্য হয়ে গেল।

فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৭)

নদীর পানির প্রাচীরের মধ্যে জানালা হয়ে গিয়েছিল, যাতে প্রতিটি পথের লোক অন্য লোককে দেখতে পায় এবং নিশ্চিত হতে পারে যে, অন্যেরা ধ্বংস হয়ে যায়নি। এভাবে বানী ইসরাঈল নদী পার হয়ে গেল। তাদের শেষ লোকটিও যখন নদী পার হয়ে গেল তখন ফির'আউনের লোক লস্কর নদীর এপারে পৌঁছে গেল। ফির'আউনের সেনাবাহিনীতে শুধু এক লাখ কালো ঘোড়ার আরোহী ছিল। অন্যান্য রংয়ের অশ্বারোহীতো ছিলই। এর দ্বারা ফির'আউনের সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। ফির'আউন এই ভয়াবহ অবস্থা

দেখে ভীষণ আতংকিত হয়ে উঠল এবং ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তখন আর মুক্তি লাভের সুযোগ ছিলনা। তার ভাগ্যে যা ঘটার ছিল তা ঘটে যাওয়ার সময় এসেই পড়েছিল। মূসার (আঃ) দু'আ কবূল হয়ে গিয়েছিল।

জিবরাঈল (আঃ) একটি ঘোটকীর উপর সাওয়ার ছিলেন। তিনি ফির'আউনের ঘোটকের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তার ঘোটকীকে দেখে ফির'আউনের ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি শব্দ করে উঠল। জিবরাঈল (আঃ) তার ঘোটকীকে নদীতে নামিয়ে দিলেন এবং তা দেখে ফির'আউনের ঘোড়াটিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফির'আউন ওকে থামিয়ে রাখতে পারলনা। বাধ্য হয়ে তাকে নদীতে নামতেই হল। সে তখন তার বীরত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশে তার সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে বলল ঃ 'বানী ইসরাঈল আমাদের চেয়ে নদীর বেশি হকদার নয়। সুতরাং তোমরা সবাই নদীতে নেমে যাও। রাস্তাতো বানানোই রয়েছে।' তার এই উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শুনে তার সেনাবাহিনী নদীতে নেমে পড়ল। মিকাঈল (আঃ) তাদের সবার পিছনে ছিলেন এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সবাই যখন নদীর মধ্যে প্রবেশ করল এবং তাদের অগ্রবর্তী দল নদীর অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা নদীকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন। তরঙ্গ উঁচু-নীচু হচ্ছিল এবং সেখানে মহাপ্রলয় শুরু হল। ফির'আউনের উপরও মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। ঐ সময় সে বলে উঠল ঃ

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَـــهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। কিন্তু বড়ই আফসোস যে, সে এমন সময় ঈমান আনল, যখন ঈমান আনায় কোনই উপকার ছিলনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন

তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) তাই ফির'আউনের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ তুমি এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তুমি নাফরমানীই করছিলে এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছিল। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪১)

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى এ কথাটি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। এটা ছিল ঐ গাইবের কথাগুলির অন্তর্ভুক্ত যার খবর তিনি একমাত্র তাঁকেই দিয়েছিলেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ফির'আউন ঈমানের কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে তখনকার কথা জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন ঃ 'হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নদীর কাদামাটি ফির'আউনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এই ভয়ে যে, হয়তবা আল্লাহর রাহমাত তাঁর গযবের উপর জয়লাভ করবে।' (মুসনাদ আত তায়ালেসী ৩৪১, তিরমিযী ৮/৫২৬, তাবারী ১৫/১৯০-১৯১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব সহীহ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً অতএব আজ আমি তোমার মৃতদেহকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের কিছু লোক ফির'আউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা নদীকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ফির'আউনের পোশাক পরিহিত আত্মাহীন দেহকে যমীনের কোন উচু স্থানে নিক্ষেপ করে, যাতে জনগণের কাছে ফির'আউনের মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ তারা যেন বুঝতে পারে যে, ওটা হচ্ছে ফির'আউনের আত্মাবিহীন দেহ। এ

ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন অসীম ক্ষমতাশালী, সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই আয়ত্বাধীন। তাঁর ক্রোধের শাস্তি সহ্য করার শক্তি কারও নেই। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করেনা। কথিত আছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অভিশপ্ত ফির'আউন ও তার লোকদেরকে ধ্বংস করেছিলেন আশুরার দিন (১০ মুহাররাম)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে মাদীনায় আগমন করেন তখন তিনি দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা ঐ দিন সিয়াম পালন করে থাকে। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে ঃ 'এই দিনে মূসা (আঃ) ফির'আউনের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা ইয়াহুদীদের চেয়ে এই সিয়াম পালন করার বেশি হকদার। সুতরাং তোমরা আশুরার দিবসে সিয়াম পালন করবে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৯৮)

৯৩। আর আমি বানী ইসরাঈলকে থাকার জন্য অতি উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম। তাদের নিকট (আহকামের) জ্ঞান না পৌঁছা পর্যন্ত তারা মতভেদ করেনি। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব কিয়ামাত দিনে তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের মীমাংসা করবেন, যাতে তারা মতভেদ করছিল।	٩٣. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ ٱلْمُخْتَلِفُونَ

বানী ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তম খাদ্য লাভ

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নি'আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি তাদেরকে বসবাসের জন্য উত্তম জায়গা দান করেছি। অর্থাৎ মিসর ও সিরিয়া, যা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটেই অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা যখন ফির'আউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করেন তখন তিনি মিসরের উপর মূসার (আঃ) শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَـٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَـٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭) অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে। এবং ধন ভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫৭-৫৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَـٰكِهِينَ

তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ২৫-২৭)

বানী ইসরাঈল মূসার (আঃ) কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস শহরের জন্য আবেদন জানায়, যা ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বাসভূমি ছিল। ঐ সময় বাইতুল মুকাদ্দাস 'আমালিকা' সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। বানী ইসরাঈলকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদেরকে 'তীহ' মাইদানে পথ হারিয়ে দেন। চল্লিশ বছর ধরে তারা সেখানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে হারুণ (আঃ) ইন্তিকাল করেন এবং পরে মূসাও (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর বানী ইসরাঈল ইউশা ইব্‌ন নূনের (আঃ) সাথে তীহের মাইদান হতে বেরিয়ে পড়েন এবং তাঁর হাতে আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত করেন। কিছুকাল এটা তাঁর অধিকারে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করেছি। **فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ** কিন্তু দীন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা ঐ ব্যাপারে মতভেদ করতে থাকে। অথচ দীন সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করার কোন কারণই ছিলনা। আল্লাহ তা'আলাতো সমস্ত কথাই অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াহুদীরা একাত্তরটি দল বানিয়ে নিয়েছিল, আর খৃষ্টানরা বানিয়ে নিয়েছিল বাহাত্তরটি দল। আমার উম্মাত তেহাত্তরটি দল বানিয়ে নিবে। ওগুলির মধ্যে শুধু একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত হবে এবং বাকী সবগুলোই হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ একটি দল কোনটি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যার উপর আমি ও আমার সাহাবীবর্গ রয়েছি।' (হাকিম ১/১২৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ নিশ্চয়ই আমি কিয়ামাতের দিন ঐ সব বিষয়ের উপর মীমাংসা করব, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল।

৯৪। অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٩٤. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكَۚ لَقَدۡ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ
৯৫। আর অন্তর্ভুক্ত হয়োনা ঐ সব লোকেরও যারা আল্লাহর আয়াতগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যেন তুমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না হও।	٩٥. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ
৯৬। নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা,	٩٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ
৯৭। যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٩٧. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭) কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তাঁর উপর ঈমান আনেনা, অথচ তারা তাঁর সত্যবাদিতা ও সততাকে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেমনভাবে চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

نَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ সত্যের প্রমাণাদী কায়েম হয়ে গেছে, কিন্তু যতই প্রমাণ তাদের কাছে উপস্থিত করা হোক না কেন তারা ঐ পর্যন্ত ঈমান আনবেনা, যে পর্যন্ত না আল্লাহর আযাব অবলোকন করে। কিন্তু ঐ সময় তাদের ঈমান আনায় কোনই লাভ হবেনা। কাওমের এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পরই মূসা (আঃ) তাদের উপর বদ দু'আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তর -সমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে দেখে নেয়। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাকও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১১)

৯৮। সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।	٩٨. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায় ছাড়া আর কারও জন্য শেষ মুহূর্তের ঈমান কোন ফায়দা দিবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ... فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا

পূর্ববর্তী উম্মাতদের কোন উম্মাতেরই সমস্ত লোক ঈমান আনেনি, যাদের কাছে আমি নাবী পাঠিয়েছিলাম। হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যত নাবী এসেছিল, সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

يَـٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নাবীদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়। কোন নাবীর সাথে ছিল বড় বড় উম্মাতের দল। আবার কোন নাবীর সাথে ছিল একটিমাত্র লোক, কোন নাবীর সাথে ছিল দু'টি লোক এবং কোন নাবীর সাথে একটি লোকও ছিলনা।' (ফাতহুল বারী ১০/২২৪) অতঃপর তিনি মূসার (আঃ) উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি নিজের উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিমকে ঢেকে নিয়েছিল। মোট কথা, ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া কোন নাবীরই কাওমের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। ইউনুসের (আঃ) কাওম ছিল নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী। আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ভয়ে তারা ঈমান এনেছিল। আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করে নাবী ইউনুস (আঃ) নিজেও কাওমের মধ্য হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ঐ লোকগুলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং অত্যন্ত কান্নাকাটি করল। নিজেদের শিশু ও গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হন এবং যে আযাব সামনে এসে গিয়েছিল তা সরিয়ে নেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ইউনুসের কাওম যখন ঈমান আনল তখন পার্থিব জীবনে আগত আযাব আমি তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের জীবনকাল পর্যন্ত ঐ আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম।

কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আযাব এসে যাওয়ার পর কোন কাওম ঈমান আনলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়না। কিন্তু ইউনুস (আঃ) যখন নিজের কাওমকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং লোকেরা বুঝতে পারল যে, এখন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা তখন তাদের অন্তরে তাওবাহর অনুভূতি জেগে উঠল। তারা উলের কাপড় পরিধান করল। অতঃপর তারা প্রতিটি পশু থেকে ওদের বাচ্চাগুলোকে পৃথক করল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা কান্নাকাটি করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ নিয়াত এবং তাওবাহর বিশুদ্ধতা দেখে তাদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ ইউনুসের (আঃ) কাওম মুসিল অঞ্চলের নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী ছিল। (তাবারী ১৫/২০৭) ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/২০৮-২১০)

৯৯। আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। তাহলে তুমি কি মানুষের উপর যবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনেই?	٩٩. وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ
১০০। অথচ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও ঈমান আনা সম্ভব নয়; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন।	١٠٠. وَمَا كَانَ لِنَفۡسٍ أَن تُؤۡمِنَ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَجۡعَلُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ

ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন জোর যবরদস্তি নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ হে মুহাম্মাদ! যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ঈমান আনত। কিন্তু তিনি যা কিছু করেন তাতে নিপুণতা রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সবাই এক মতাবলম্বীই হত। কিন্তু এ বিষয়ে আল্লাহর হিকমাত রয়েছে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

أَفَلَمْ يَايْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৩১) তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ হে নাবী! তুমি কি জোর করে তাদেরকে মু'মিন বানাতে চাও? না, এটা তোমার জন্য শোভনীয় নয় এবং ওয়াজিবও নয়।

يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮)

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) এই মনে করে যে, তারা ঈমান আনছেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

তারা মু'মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়তো মনঃকষ্টে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২) এ ছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহই ঈমান আনতে পারেনা। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা যে কাজ করেনা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়া হয়। হিদায়াত করা ও না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ।

১০১। বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা।	١٠١. قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَا تُغۡنِي ٱلۡأٓيَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ
১০২। অতএব তারা শুধু ঐ লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রতীক্ষা করছে যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে। তুমি বলে দাও ঃ আচ্ছা তাহলে তোমরা ওর প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের মধ্যে রইলাম।	١٠٢. فَهَلۡ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثۡلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِهِمۡۚ قُلۡ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُنتَظِرِينَ
১০৩। শেষ পর্যন্ত আমি স্বীয় রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে নাজাত দিলাম, এ রূপেই আমি মু'মিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।	١٠٣. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيۡنَا نُنجِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ সারা বিশ্বে আমার যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, যেমন আকাশের তারকারাজি, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন ইত্যাদি, এগুলির প্রতি তোমরা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ যে, কিভাবে রাতের মধ্যে দিনকে এবং দিনের মধ্যে রাতকে প্রবেশ করানো হচ্ছে! কখনও দিন বড় হচ্ছে, আবার

কখনও রাত বড় হচ্ছে। আর আকাশের উচ্চতা ও প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ, যমীন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাকে সঞ্জীবিত ও সবুজ-শ্যামল করা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজিতে ফল, ফুল ও পাঁপড়ি সৃষ্টি করা, বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা উৎপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু সৃষ্টি করা, এগুলির আকৃতি, রং, উপকারিতা ও অপকারিতা পৃথক হওয়া, পাহাড়, মরুভূমি, বন-জঙ্গল, বাগবাগিচা, আবাদী ও পতিত ভূমি, সমুদ্র, তার তলদেশের বিস্ময়কর বস্তুরাজি, তরঙ্গমালা, জোয়ার-ভাটা, এতদসত্ত্বেও ভ্রমণকারীদের ওর উপর দিয়ে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি যোগে ভ্রমণ করা, এ সবগুলি হচ্ছে মহাশক্তিশালী আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা-গবেষণার কোনই কারণ হচ্ছেনা। আল্লাহর দলীল সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এরা ঈমান আনছেনা এবং আনবেওনা। এ লোকগুলোতো ঐ শাস্তির দিনের অপেক্ষা করছে, যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী কাওমগুলি।

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ

হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। **كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ** অবশেষে যখন অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে শাস্তি এসেই পড়বে তখন আমি রাসূলদেরকে এবং তাদের উম্মাতদেরকে বাঁচিয়ে নিব। আর যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিব। মু'মিনদেরকে রক্ষা করার যিম্মা মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪)

১০৪। বলে দাও ঃ হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদাত করিনা, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর; কিন্তু আমি সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের জান কবজ করেন, আর আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।	١٠٤. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১০৫। আর এটাও যে, নিজকে নিজে এই ধর্মের প্রতি এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে যে, অন্যান্য সকল তরীকা হতে পৃথক হয়ে যাও, আর কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	١٠٥. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১০৬। আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদাত করনা যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তাহলে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।	١٠٦. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

১০৭। আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌঁছাতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই; তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান দান করেন; এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।	١٠٧. وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে শরীকবিহীনভাবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا তুমি বলে দাও, হে লোকসকল! আমি যে দীনে হানীফ (একনিষ্ঠ ধর্ম) নিয়ে এসেছি, যার অহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যদি এর সঠিকতা ও সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের উপাস্যদের কখনও উপাসনা করবনা। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই বান্দা, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং যিনি তোমাদের জীবন দান করেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকেই তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমাদের মা'বূদ সত্য তাহলে তাদেরকে আমার কোন ক্ষতি করতে বলতো? জেনে রেখ যে, তাদের কারও লাভ বা ক্ষতি করার কোনই ক্ষমতা নেই। লাভ ও ক্ষতি করার ইখতিয়ারতো শরীকবিহীন আল্লাহর। হে নাবী! তুমি কাফিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হও। শির্কের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়না। লাভ ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব শরীকমুক্ত ইবাদাত পাবার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমাদের যত বড় পাপই হোক না কেন, যদি তাওবাহ কর তাহলে তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন। এমন কি শির্ক করেও যদি তাওবাহ কর তাহলে তাও তিনি ক্ষমা করবেন।

১০৮। বল ঃ হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) এসেছে, অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করা হয়নি।	١٠٨. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ
১০৯। আর তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত অহীর অনুসরণ কর, আর ধৈর্য ধারণ কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন, এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।	١٠٩. وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যেসব অহী এসেছে তা সত্য। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে, তার উপকার সে নিজেই লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করেনি, তার কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে। وَمَا أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ আমি আল্লাহর অভিভাবক নই যে,

তোমাদেরকে জোরপূর্বক মু'মিন বানিয়ে দিব। আমিতো শুধু তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শনকারী। হিদায়াত দান করার কাজ একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ হে নাবী! তুমি নিজেও অহীর অনুসরণ কর এবং তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। যারা তোমার বিরোধিতা করছে ওর উপর ধৈর্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহর ফাইসালা চলে আসে। তিনি উত্তম ফাইসালাকারী। অর্থাৎ স্বীয় ইনসাফ ও হিকমাতের মাধ্যমে তিনি উত্তম মীমাংসাকারী।

সূরা ইউনুস এর তাফসীর সমাপ্ত।